চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
# জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 June 2019 ■ আগরতলা, ১৮ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## এনসেফেলাইটিস সংক্রমণ অব্যাহত, বিহারে শিশুমৃত্যু বেড়ে ১০০

# দাবদাহে গয়ায় ৩৫ জনের মৃত্যু

**পাটনা, ১৭ জুন।।** বিহারে তীব্র তাপপ্রবাহে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বিহারের গয়া জেলার অনুরাগ নারায়ণ মগধ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মাত্রাতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৫। মৃত ৩৫ জনের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে বাকি ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কমপক্ষে ১০৬ জন রোগী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন।

অসুস্থ রোগীদের দেখতে সোমবারই হাসপাতালে যান বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পাণ্ডে। অনুরাগ নারায়ণ মগধ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হিটস্ট্রোকে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ জনউ মৃত ৩৫ জনের মধ্যে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে আসার পর ৭ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কমপক্ষে ১০৬ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।

চলতি মরশুমে বিহারের তাপমাত্রা গত ১০ বছরের রেকর্ড ছাপিয়েছে। দাবদাহের কারণে এর আগে ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলউ কিন্তু, অত্যধিক গরমের কারণে আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বিহারের সমস্ত সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিহার শিক্ষা পরিযোজনা পরিষদের পক্ষ থেকে সোমবার বিজ্ঞপ্তিত্ত মারফত জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে প্রতিদিনই অত্যধিক গরম এবং লু-এর কথায় মাথা রেখে আগামী ২২ জুন পর্যন্ত সমস্ত সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত স্কুল (প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক) বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, চারিদিকে শুধুই কান্নার রোল উঠছে। আরও বেশি ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শিশু-মৃত্যু থামছে না। বিহারের মুজফরপুরে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও বেশ কয়েকটি শিশুর। সবমিলিয়ে বিহারে এই রোগে মৃতের সংখ্যা ১০০-তে পৌঁছেছে। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা শতাধিক। সোমবার সকালে শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সুনীল কুমার শাহী জানিয়েছেন, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস)-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১০০ জনের। চিকিৎসকদের মতে, কোনও ভাইরাসের জন্য এই রোগ হয়নি। অত্যধিক গরম অথবা খালি পেটে লিচু খাওয়ার জন্য হয়ে থাকতে পারে। তবে এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা চলছে। একইসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক মুজফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, এছাড়াও কেজরিওয়াল হাসপাতালে ১১টিরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরও বহু রোগী।

এদিকে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে বিহারের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে দাবী করেছে।

## মুখ্যমন্ত্রী মমতার সাথে বৈঠকের পর কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেন চিকিৎসকরা

**কলকাতা, ১৭জুন।।** অবশেষে উঠে গেল সাতদিনের কর্মবিরতি। কাটতে চলেছে স্বাস্থ্য সংকট। কাল থেকে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বাভাবিক হবে পরিষেবা। আবার চালু হবে বহির্বিভাগ। সোমবার নবান্ন থেকে ফিরে এসে জিবি বৈঠকের পর জুনিয়র ডাক্তাররা একথা জানান।

এদিন তাঁরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন এই ন্যক্কারজনক ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। উনি আমাদের সব রকম নিরাপত্তা দেবেন। যেহেতু পুরো ব্যাপারটা দীর্ঘমেয়াদি তাই আমরা এই প্রক্রিয়া কতটা বাস্তবায়িত হয় সেই অপেক্ষায় রয়েছি'। তাঁদের আরও বক্তব্য, 'কাল থেকে আবার স্বাভাবিক পরিষেবা দেব আমরা।' জিবি বৈঠক শেষে জুনিয়র ডাক্তাররা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ডাক্তারদের প্রতি কোনও রকম নিগৃহীতকর কাজ মেনে নেওয়া হবে না। যারা এই কাজ করবেন তাঁদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে। তাই সব রাজ্য তথা দেশবাসীর প্রতি আবেদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শপথ নিলেন সাংসদ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যরা

**নয়াদিল্লি, ১৭ জুন।।** সোমবার সকালে রাজধানী নয়াদিল্লিতে সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, হাউসের নেতা এবং সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর সদস্যরা কয়েক মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম ঘোষিত হলে, ক্ষমতাসীন এনডিএর সদস্যরা "মোদী মোদী" এবং "ভারত মাতা কি জয়" স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়েই শুরু হয় সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন। এই অধিবেশন চলবে আগামী ২৬ জুলাই পর্যন্ত। ১৭ জুন থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে সেই দিন এবং তার পরের দিন, দু'দিন ধরে চলবে লোকসভার নির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।

প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের পর প্রিসাইডিং অফিসারদের প্যানেলের তিন সদস্য কে সুরেশ, ব্রিজভূষণ শরণ সিং ও বি মেহতাব শপথ গ্রহণ করেন। এরপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এডিসির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিশেষ তহবিল চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

সোমবার নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি-পিআইবি।

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএডিসি) জন্য বিশেষ তহবিল চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। মূলত, এডিসি এলাকার জনজাতিদের উন্নয়নে ৯,০০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠিয়েছে রাজ্য। সেই প্রকল্প নিয়ে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, সোমবার নয়াদিল্লিতে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী দেব। সাক্ষাৎকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে রাজ্যের এডিসি এলাকার উন্নয়নে বিশেষ প্যাকেজের দাবি জানান। এডিসি এলাকায় জনজাতি সম্পদায়-সহ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ৯,০০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তাছাড়া, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, রোজভ্যালি ও অন্যান্য চিটফান্ড কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনার সময় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এখনও যে সমস্ত জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি সে বিষয়টি উত্থাপন করেন। বিশেষ করে ধলাই জেলায় মন্থরগতিতে চলা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, সিপাহিজলা জেলারও যে অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ এখনও শেষ হয়নি সেই অংশে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাছাড়া টিএসআর-এর একটি আইআর ব্যাটালিয়নকে বহির্রাজ্যে ডেপুটেশনে পাঠানো, রোজভ্যালি-সহ অন্যান্য চিটফান্ডগুলির প্রতারণা সম্পর্কে সিবিআই তদন্ত, এসপিও-র সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাঁদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে সহায়তা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যয় (এসআরই) অনুযায়ী তারা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জন্য খরচ হওয়া ৯১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩১৬ টাকা ফেরত পাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য থেকে আসাম রাইফেলস বাহিনীকে প্রত্যাহার না করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের এই সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সাথেও এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

জগন্নাথ জিউমন্দিরে সোমবার ধর্মীয়ভাব গম্ভীর পরিবেশে শুরু হয় স্নানযাত্রা উৎসব। ছবি নিজস্ব।

## বিজেপির কার্যকারী সভাপতি হলেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা

**নয়াদিল্লি, ১৭ জুন।।** বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকারী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকে। সোমবার সংসদীয় দলের বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে রাজনাথ সিং বলেন, বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকারী সভাপতির দায়িত্বভার দেওয়া হল জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। যদিও দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদে বহাল থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজনাথ সিং আরও বলেন, সাফল্যের সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির পদ সামলেছেন অমিত শাহ। এখন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার ফলে তিনি অনুরোধ করেছেন এই দায়িত্বভার অন্য কাউকে দেওয়া হোক। সেই মতো জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকে সংসদীয় দল কার্যকারী সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেছে।

এই উপলক্ষ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আক্রান্ত নেতা-কর্মী, জোট শরিক বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করে তুলোধুনো আইপিএফটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** সন্ত্রাস নিয়ে জোট শরিক বিজেপি-কে আজ আবারও চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছে আইপিএফটি। সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে কোনও হামলা হয়নি, বরং বিজেপি কর্মীরা আইপিএফটি কর্মীদের ওপর ক্রমাগত হামলা চালিয়েছেন। বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগেই থেমে থাকেননি তাঁরা, বিজেপি কর্মীদের আক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন দলের ১৬ জন নেতা ও কর্মী। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিজেপি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা। তাঁর কথায়, বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই আইপিএফটি কর্মীরা নানা সময়ে আক্রান্ত হয়েছেন। জোট শরিক হয়েও বিজেপি কর্মীরাই আইপিএফটি কর্মীদের মেরেছেন। তবে, বিজেপি এই আচরণ শীঘ্রই না বদলালে চুপ করে বসে থাকবে না আইপিএফটি। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাবে দল, হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

মঙ্গল দেববর্মা আজ বলেন, জোট শরিক হয়েও আইপিএফটি-র প্রতি বিজেপির আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিভিন্ন সময়ে আইপিএফটি-কে হেনস্থা হতে হচ্ছে। তিনি বলেন, বিধানসভা ভোটে জিতে বিজেপি মনে করছে এই কৃতিত্ব তাদের একার। কিন্তু, তারা ভুলে যাচ্ছে, আইপিএফটি-কে বাদ দিয়ে ত্রিপুরায় বিপুল জয় কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, বিজেপি চাইছে ত্রিপুরা থেকে মুছে যাক আইপিএফটি। এককভাবে ক্ষমতাভোগ করাই এখন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই, প্রতিদিন নানা অজুহাতে আইপিএফটি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। এখানেই থেমে যাচ্ছে না বিজেপি। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে আইপিএফটি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে ফাঁসানো হচ্ছে।

তাঁর দাবি, গন্ডাছড়ায় সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই হামলার অজুহাতে গন্ডাছড়ায় আই পি এফ টি-র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ফটিকরায়ে শিশু ধর্ষিতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ জুন।।** এ রাজ্যের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক অবক্ষয়ের তালিকায় সংযোজিত হল আরও এক ধর্ষনের ঘটনা।বর্তমান সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষের মনুষ্যত্ব্যবোধ যে কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে তা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

রাজ্যে কিছু সংখ্যক নরপিশাচের কারনে নারীধর্ষনের ঘটনা রাজ্যের বুকে যেমন ক্রমেই উর্ধমুখী তেমনি তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেনা নিষ্পাপ শিশুরাও। উনকোটি জেলার ফটিকরায় থানাধীন লালজুরী গ্রামে এমনই এক নাবালিকা ধর্ষনের অভিযোগের ঘটনা সামনে উঠে এল। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, ফটিকরায় থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উদয়পুরে দুর্ঘটনায় অনুজের মৃত্যু
## গুরুতর জখম অগ্রজ, বরাত জোরে যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা পেল বড়মুড়ায়

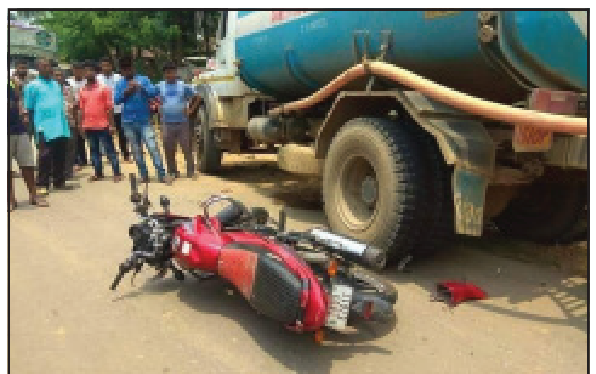

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।।** বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক যুবকের। তাকে অর্পণ দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বাইকের আরোহী নিহতের ভাই দীপেন দাস। ঘটনা সোমবার সকালে সংঘটিত হয়েছে উদয়পুরে। নিহত ও আহতদের বাড়ি এলাকারই মির্জায়।

জানা গেছে, নিহত অর্পণ দাস তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে বাইকে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। কিন্তু উদয়পুরের পালাটানা বাজার এলাকায় গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয় বাইকটি। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার অর্পণকে মৃত বলে ঘোষণা করে বড় ভাই দীপেনের চিকিৎসা শুরু করেছেন।

এদিকে ঘটনার খবর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে অকুস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে হাসপাতালে গিয়ে নিহত অর্পণের মৃতদেহ নিজেদের জিম্মায় নেয় পুলিশ। অকুস্থল থেকে মোটর বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। জানা গেছে, মৃত যুবকের সারা শরীরে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। তার মাথায় আঘাতের দরুনই মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। অন্যদিকে অর্পণ ও দীপেন দাসদের গৃহ এলাকা মির্জায় এ ঘটনার খবর পৌঁছলে সর্বত্র শোকের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রাক ও অল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে অল্টো গাড়ির চালক ও এক যাত্রী বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সোমবার সকালে ত্রিপুরার বড়মুড়া পাহাড়ে বাঁক নেওয়ার সময় পণ্যবাহী ট্রাকের সাথে অল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে, অল্টো গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু, প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। চম্পকনগর থানার ডিউটি অফিসার জানিয়েছেন, আজ সকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কর্মবিরতি ঃ হেলমেট পরে জরুরি পরিষেবা দিলেন ডাক্তাররা, রোগী দেখলেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** সোমবার সারা ভারতের সঙ্গে রাজ্যেও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর ডাকে ডাক্তাররা কর্মবিরতি পালন করেছেন। রাজ্যের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা বহির্বিভাগে কর্মবিরতি আন্দোলন করেছেন। রাজধানীর প্রধান দুটি হাসপাতাল আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল এবং ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (আইজিএম) হাসপাতালের বহির্বিভাগ অন্যদিনের মতো যথাসময়ে খোলা হলেও ডাক্তার না আসায় কোনও কাজ হয়নি। তবে সব হাসপাতালের জরুরি বিভাগ চালু ছিল।

আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কয়েকজন ডাক্তার নিজেদের নিরাপত্তার দাবির প্রতীক হিসেবে মাথায় হেলমেট লাগিয়ে রোগী দেখেছেন। বহির্বিভাগে ডাক্তাররা পরিষেবা বন্ধ রাখায় বহু দূরদূরান্তের রোগী ও তাঁদের পরিজনরা সমস্যায় পড়েছেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁরা অনেকেই ফিরে যান। তাঁরা জানান, হঠাৎ করে ডাক্তাররা কর্মবিরতির ডাক দেওয়ার কথা আগে জানতে পারেননি, তাই তাঁরা নানা কাজ ফেলে চলে এসেছেন। এখন বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। আগে থেকে জানা থাকলে আসতেন না।

এদিকে আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. প্রসেনজিৎকুমার দাস জানান, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আজ সারা দেশ ব্যাপী ডাক্তারদের কর্মবিরতি। সেই সঙ্গে তিনি জানান, সরকারি হাসপাতালগুলির বহির্বিভাগ বন্ধ থাকলেও সকল জরুরি পরিষেবা ও ক্রিটিক্যাল ইউনিটগুলি স্বাভাবিক রয়েছে। জরুরি ওয়ার্ডগুলিতে ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

আজ আগরতলা মেডিক্যাল কলেজের সামনে কালো ব্যাজ পরে এবং তাঁদের নিরাপত্তার দাবি সংবলিত প্ল্যা-কার্ড নিয়ে মৌন ধরনা প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেন ডাক্তারি পাঠরত ছাত্রছাত্রী-সহ অধ্যাপক ও অন্যান্য ডাক্তাররা। এদিন হাসপাতালে কর্মরত সকল স্তরের কর্মী বুকে কালো ব্যাজ পরে কাজ করেছেন। একই ভাবে রাজ্যের অন্যতম বড় আরও একটি রেফারেল হাসপাতাল আইজিএম-সহ অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে বহির্বিভাগে রোগী দেখা বন্ধ রেখেছেন ডাক্তাররা। ফলে ওখানেও রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে সারা ভারতজুড়ে আজ সোমবার এক দিনের কর্মবিরতি পালন করেছেন ডাক্তাররা। ফলে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসে নাজেহাল হচ্ছেন রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন। এমতাবস্থায় রোগীদের সমস্যা কিছুটা দূর করতে উদ্যোগী হলেন আগরতলার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৩১ ▫ ৪ জুন ২০১৯ ইং ▫ ৩ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## নয়া ভাবনায় পঞ্চায়েত ভোট

ত্রিপুরায় ভালোয় ভালোয় লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এখন আবার নির্বাচনী লড়াইয়ে সামিল হইতে চলিয়াছেন রাজ্যের মানুষ। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অংশ নিতে চলিয়াছেন। কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে ইতিমধ্যে দলীয় বৈঠক করিয়াছে। সিপিএম জানাইয়াছে নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা হইলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল লড়িবে। বিজেপিও পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়া বৈঠক ইত্যাদি শুরু করিয়া দিয়াছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের লড়াইয়ে কোন দল কতখানি সাফল্য পাইবে তাহার উপর আগামী দিনের রাজনীতির গতিপথ নির্ণয় হইবে। পঞ্চায়েত, পুর নগর নির্বাচনের সূচনায় কংগ্রেসের ভূমিকা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলেই এইসব নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হয়। তাহার লক্ষ্য নগর ও গ্রাম জীবনের উন্নয়নে মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। গ্রামের উন্নয়নে গ্রাম প্রধান সদস্যরা সরাসরি ভূমিকা নিতে পারেন। সোজা কথায় গ্রাম সরকার। কিন্তু, প্রধান ও অন্যান্য শাসক দলীয় পঞ্চায়েত উন্নয়নের নামে ধান্দার রাজনীতিতে মত্ত থাকেন। ফলে পঞ্চায়েতের মূল লক্ষ্যই সেখানে প্রাপ্ত ব্যাঘাত হইতে বাধ্য। বহু পঞ্চায়েত নেতার বিরুদ্ধে লুটপাটের অভিযোগ আছে। অনেক পঞ্চায়েত সচিব রাতারাতি বিশাল অর্থবিত্তের মালিক হইয়াছেন। বাম সরকার অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই দূর্নীতিগ্রস্তদের সাবুদ করিতে পারে নাই। ফলে, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়িয়াছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ কড়া জবাব দিয়াছে।

নতুন বিজেপি জোট সরকারের আমলে পঞ্চায়েতের হাল অবস্থা কি বেহাল হইয়া আছে? লুটপাটের সব রাস্তা, ফাঁক ফোকর বহু পঞ্চায়েতেই হাত তুলিয়া বসিয়া আছে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধানরা পদত্যাগ করায় নতুন পঞ্চায়েত গঠন ইত্যাদির কারণে কাজকর্ম লাটে উঠিয়াছে। এইসব কারণে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ অনেকটাই থমকাইয়া আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিতদের মধ্যে ক্ষমতা তুলিয়া গ্রামীন উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করা যাইতে পারে। এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কতখানি সাফল্য কুড়াইবে সেই প্রশ্ন আছে। এই নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠু করা হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সত্যিকারের জনভিত্তি কতখানি তাহা ধারণা করার সুযোগ পাইবে। পশ্চিমবঙ্গে যেসব কেন্দ্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রিগিং এর মাধ্যমে বিপুল জয় পাইয়াছিল তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে লোকসভা নির্বাচনে গো হারা হারিয়াছে দল। এই শিক্ষা বিভিন্ন দলকে নেওয়া উচিত। রিগিং করিয়া জয়ী হওয়ার মধ্যে গৌরব তো নাই বরং দেখা যায় ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়। ভোট দিতে না পারার ক্ষোভ। আর সেই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় ভোটের সুযোগ পাইলেই। জোর করিয়া ভোট ছিনাইয়া নেওয়ার মধ্য দিয়া গৌরব ও জয়ের আনন্দ থাকিতে পারে না। জনগণের অধিকার ছিনাইয়া যাহারা জয় নিতে চায় তাহার ধিকৃত হয়।

আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পারি আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট গ্রামীণ উন্নয়নের এক দিক চিহ্নের সূচনা করিবে। সেই প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে। আবার আচরণ বিধির থাবায় সমস্ত কাজকর্ম স্তব্ধ হইবে। গণতন্ত্রের জয়যাত্রার এই সময়ে আচরণ বিধি প্রশাসনকে স্থবির করিয়া দেয়। এই পরিস্থিতির হাত হইতে সহসাই মুক্ত হইবার লড়াই এখন বড় কথা। পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করিয়া গ্রাম ত্রিপুরার উন্নয়নে নতুন শপথে আগুয়ান হইতে হইবে।

## পুলওয়ামায় বিশেষ অভিযান সুরক্ষা বাহিনীর, ধৃত সন্দেহভাজন ৭ জন যুবক

শ্রীনগর, ১৭ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সন্দেহভাজন ৭ জন যুবককে আটক করল নিরাপত্তা বাহিনীউ রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার ভোররাত পর্যন্ত পুলওয়ামা জেলার কাকাপোরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চলাকালীন সন্দেহভাজন ৭ জন যুবককে আটক করা হয়েছেউ ধৃতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার ভোররাত পর্যন্ত পুলওয়ামা জেলার কাকাপোরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়উ অভিযান চলাকালীন আটক করা হয়েছে ৭ জন যুবককেউ ধৃতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ তাছাড়া ধৃতদের কী কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাও জানা যায়নি।

## বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবসে টুইট বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতার

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স) : "প্রখর রৌদ্র চারিদিকে যখন খরা/এরি মাঝে আসে জ্বলন্ত কৃষ্ণচূড়া" উ আজ ১৭ জুন 'বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস' উ সোমবার এই বিশেষ দিনে, পৃথিবী সুরক্ষিত রাখার জন্য রাজ্যবাসীকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উ এদিন টুইট বার্তার মাধ্যমে এই আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আজ বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস। আসুন, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার নিই আমরা। আমাদের একটি ছোট পদক্ষেপও পৃথিবীকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।"উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের পরপর-ই মরুকরণ সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। রিও সম্মেলনের এজেন্ডা ২১ এর প্রস্তাবটি ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৭ তম অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং ইন্টারগর্ভমেন্টাল নেগোশিয়েটিং কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মরুকরণ সংক্রান্ত খসড়া কনভেনশন চূড়ান্ত করে। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে কনভেনশনের দলিল চূড়ান্ত হয়। এই কনভেনশন ৫০টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর হয়। রাষ্ট্রসংঘের এক গবেষণা বলছে, ২০ বছর পর মানবজাতির যাবতীয় চাহিদা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। সে সময়ে বর্তমানের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তখনকার চাহিদামতো প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি দেখা দিয়ে সেটা সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সেই সংকট গতি নিয়ে চলে যেতে পারে সংঘর্ষের দিকে। আর এই সংকটের একমাত্র কারণ হবে মরুকরণ ও খরা।

## খয়েরবাড়িতে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ

মাদারিহাট, ১৭ জুন (হি. স .) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের মধ্য খয়েরবাড়িতে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম অনিল শর্মা (২৪)। সোমবার বাড়ির অদূরে একটি গাছে অনিলকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর মাদারিহাট থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে খয়েরবাড়িতে অনিতা মুণ্ডার সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় দিল্লির বাসিন্দা অনিলের। কয়েকদিন আগে অনিতা তাঁর বাপের বাড়িতে আসেন। দিন দুয়েক আগে অনিলও আসেন শ্বশুরবাড়িতে। এরপর এদিন তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে অনিল আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

### সংশোধনী

গতকাল ১৭ জুন সোমবার জাগরণ-এর দ্বিতীয় পাতায় প্রথম নিবন্ধটির শিরোনাম 'হিন্দুর' স্থলে 'হিন্দী' পড়তে হবে। অসাবধানতায় এই মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

# প্রখর রুদ্রের হাত ধরে শব্দ-দৃশ্য-গন্ধ-স্পর্শ

**দেবপ্রিয়া রায়**

কিছু কিছু রোমান্স, অনেক পুরেনো সিলিং ছোঁয়া বেলজিয়াম কাচের আয়নার মতো। যতবার সময়ে এসে ধাঁড়াই , ঠিকই নিজেকে চিনিয়ে দেয়। অধিকল এক, এত বছরেও এত আঁচড় সত্ত্বেও। এক একটাগ্রীষ্মের ছুটি, তার এক একটা ঘামে পিট ভিজে যাওয়া সকাল, আসল দুপুর, পায়রার ডাক বা কোলা বারান্দায় বসে থাকা কাকাতুয়া গঙ্গা অথবা মহ াসমুদ্রের ধারের সূর্য্যাস্ত বিকেল নিয়ে মহ ার্ঘ বেলজিয়াম কাচের আয়নার মতো বারেবারে আমাকে চিনি দিয়েছে।--- তুমি আদতে কে তুমি আসলে কি হতে চেয়েছিলে...

আমার জন্মও গ্রীষ্মের ছুটির প্রল গরমে।

তখনও এই শ্বশহর এসি তে অব্যস্ত নয় আমার মা টিনের বাসে আমি সমেত মল্লযুদ্ধ করতে করতে শহরের একপ্রান্ত থেকে সূদ্র অন্যপ্রান্তে অফিস করতে যেত। উপহার দিয়েছিলাম। সবে তৈরি নড়বড়ে, সংসারে, গনগনে অ্যাসবেস্সরে ছাদের নীচে আমাকে নিয়ে শুচে, সে ছুটি আমার মার খুব সুখর লেগেছিল বলে মনে হয় না। আমার কাছে প্রথম শব্দ দৃশ্য গন্ধ স্পর্শ এসেছিল প্রখর রুদ্রের হাত ধরে। তাই ই হয়তো, গরমের ছুটি আমার কাছে একই সঙ্গে বীষম একলা আর তার বিপরীতে এই চারপাশে আসক্ত হতে চাওয়ার ইচ্চের এক মিশেল--- যে বারবার আমাকে বিপদে ফে লে দেয়, জেনে বুঝে --- ইচ্ছাকৃণ্ড্রযতভাবে।

এই শহরে যখন দুপুরের রোদ্দুরে পিচ গলে যায়, রাস্তায় হাঁপানো কুবকুর কিংবা দলছুট রিক্সা কিছুই নেই, আমি অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমার আধদঘন্টার নিলে হল না। লেকের ধারে যারা এই দুপুরের গরম অগ্রাহ্য করে ঘুরতে আসে, প্রেমিক প্রেমিকা একটু গাছের ছায়া দেখে বসে, নাকের ওপর ঘাম চকচকে করে, রোদের মুখ মুছে নিয়ে কেউ ঘাড় বেকিয়ে সেলফি তুলে--- ।আমি তাদের ছুটি কাটানো দেখি। তাদের অলস জীবনের প্রতি টান দেখি। ঘটি গরমের ঝুনঝুন আওয়াজ আর ঠান্ডা বাক্স, কাঁধে প্লাস্টিকের লম্বা প্যাকেটে পেপসি বিক্রি করা লোকটার ডাক ছোটবেলার ছুটি বাক্স, কাঁধে, প্লাস্টিকের লম্বা প্যাকেটে পেপসি বিক্রি করা লোকটার ডাক ছোটবেলার ছুটি মনে পড়িয়ে দেয়। তখন সে সঙ্গে আসত বিশাল ক্যান্ডির তাল কাঁধে একজন। বললে ক্যান্ডি পেচিয়ে হাতঘণি ফুল, প্রজাতির বানিয়ে দিত। সেটা কামড়ে কামড়ে খেতে হত। আমরা বলতাম টানাওয়ালা, — টেনে টেনে বানাত তাই। সে উত্তর কলকাতার দুপুরগুলোয় আরও আসত বিশাল ক্যান্ডির তাল কাঁধে একজন। বললে ক্যান্ডি পেচিয়ে হাতঘণি পুল, প্রজাতির বানিয়ে দিত। সেটা কাম ড়ে কামড়ে খেতে হত। আমরা বলতাম টানাওয়ালা, টেনে টেনে বানাতে তাই। সে উত্তর কলকাতার দুপুরুগোলয় আরও আসত গোলাপি হ াওয়াই মিঠাই, কটকটে রঙের বরফের আইসক্রিম আর কোনও দিন না দেখা পাওয়া অজ্ঞাত ছেলেধরা। যে নাকি বাচ্চা দেখলেই ব স্তায় ভরে নেয়। ডে স্কুলের রটিন আর শনি রবি মা বাবার কাছে

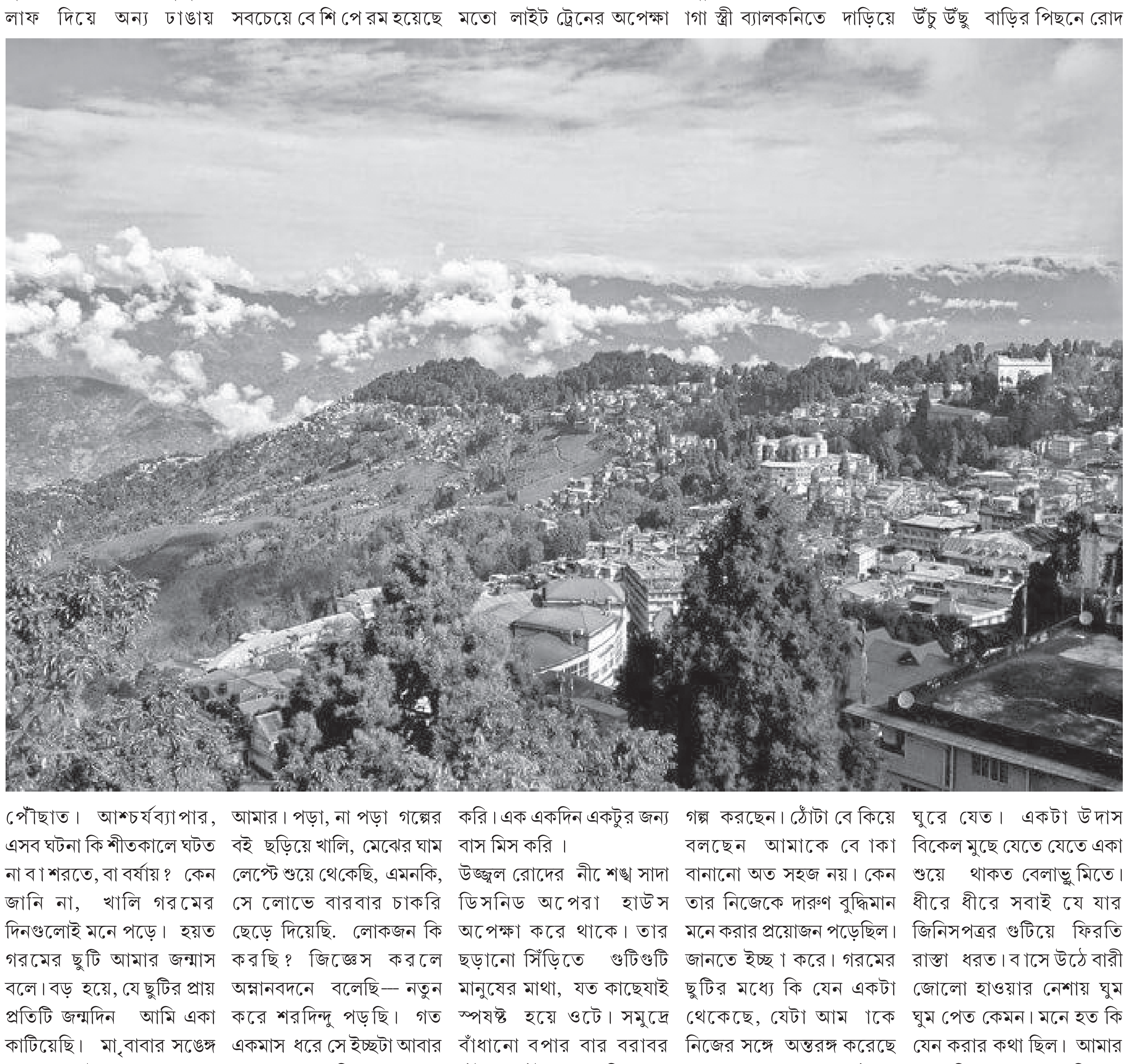

কাটাতে যাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে। ওই গরমকালের ছুটিই ছিল আমার ঘুম ঘুম নেই কাজ গ্রীষ্মের দিন কাটানোর জানালা। যেটার পরদা সরালেই পাশের গলির হোটল থেকে ভাতের গন্ধ পেতাম, আর অল্প দূর থেকে গমকলের ছুটিই ছিল আমার ঘুম ঘুন নেই কাজগ্রীষ্মের দিন কাটানোর জানালা। যেটার পরদা সরালেই পাশের গলির হোটেল থেকে ভাতের গন্ধ পেতাম, আর অল্প দূর থেকে গমকলের ঘড় ---ঘড় বেশে আসত। বহু পুরনো ভ াড়াবাড়ির ফ্ল্যাটতুতো বন্ধুর ঘরে জানালার শিকে ঝুলে ঝুলে কুমিরঢাঙা খেলা হত। লাল মেঝের চারদিকি কালো বর্ডারে ঘেরা, এখজন রের। কপাল ভাল থাকলে কুমিরের হাত ফসকে দুজন লাফ দিয়ে অন্য ঢাঙায় পৌঁছাত। আশ্চর্যব্যাপার, এসব ঘটনা কি শীতকালে ঘটত না বা শরতে, বা বর্ষায়? কেন জানি না, খালি গরমের দিনগুলোই মনে পড়ে। হয়ত গরমের ছুটি আমার জন্মাস বলে। বড় হয়ে, যে ছুটির প্রায় প্রতিটি জন্মদিন আমি একা কাটিয়েছি। মা,বাবার সঙেঙ্গ নতুন ফ্ল্যাটে থাকতে আসার পর দুজনই বেরিয়ে যেত। স্কুল বন্ধ, তাই বন্ধুবান্ধবদের স হেগ পুরো একমাস সাক্ষাৎকাও বন্ধ। তখনও বাণিতে ল্যান্ডফোন নেই যে কেউ উইশ কর বে। পাড়ায় বন্ধু হ য়নি, কথা বলার কে ানও লোক নাই। তখন রাগ হত খুব । মনে হতন দূর। আমার জন্মদিন টা কেন যে গরমের ছুটির মধ্যে পড়ে। সব আনন্দ মাটি। একদিন সেই মনখারাপ ব দলে দিয়েছিল দ্বস্কুলের নতুন এক ব ন্ধু। ক্লাস এইট এ তখন। তার দাদুর বাণি থেকে ফোন করেছিলন আমার জন্মদিনে পাওয়া প্রথম উইশ। আরেক জন্মদিনে, মা বাবার সঙ্গে ওবার নাইট ব্যাসে চড়ে বসেছিলাম। সে আমার প্রথম গ্যাংটক যাওয়া। সম তলের গরম ছেড়ে বৃষ্টিঘেরা এই উঁচু, এই নীচুল ঢালু পথ, ধস নেমে যোগাযোগ িবচ্ছিন্ন পাহাণি সহরে ছন্নছাড়া বেশ কিছুদিন থাকা। কোথাও পৌঁছানোর তাড়া নেই। তার আগে কিংবা পরেও, এত নিশ্চিন্ত একটানা পাহাড় ভ্রমণ আরকখনও হয়নি আমার। প্রবল বৃষ্টিতে কোথাও তেমন যাওয়া হয়নি। তবু কি অসাম্যান সুন্দর লেগেছিল সে শহর। অবাক ব্যাপার হল, ছোট বেলা থেকে সমস্ত বেড়ানোর ছবি যত্নে রাখা আছে মোটা

মোটা অ্যালবামে শুধু গ্যাংটকের সে বে ড়ানোটা বাদ। কেবল স্মৃতি আছে। গাড়ি ঘোড়া কিচ্ছু নেই আর বিশাল সব ব্যাগ নিয়ে বৃষ্টিতে টুইটম্বুর ভিজে আমরা তিনজন রাস্তা েপরচ্ছি। আর মনে আছে আমাদের পাশের রুমে ওঠা এক পুলিশ আফিসারের ভয়ংকর রে াগা স্ত্রী ব্যালকনিতে দাড়িয়ে গল্প করছেন। ঠোঁটা বে কিয়ে বলছেন আমাকে বে াকা বানানো অত সহজ নয়। কেন তার নিজেকে দারুণ বুদ্ধিমান মনে করার প্রয়োজন পড়েছিল। জানতে ইচ্ছ া করে। গরমের ছুটির মধ্যে কি যেন একটা থেকেছে, যেটা আম াকে নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করেছে বারবার। এসব ফঁাকা গ্রীষ্মদুপুরে পরদা টানা ঘরে তীব্র ফ্যান চালিয়ে নিজের সঙ্গেই সবচেয়ে বে শি পে রম হয়েছে আমার। পড়া, না পড়া গল্পের বই ছড়িয়ে খালি, মেঝের ঘাম লেপ্টে শুয়ে থেকেছি, এমনকি, সে লোভে বারবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি. লোকজন কি করছি? জিজ্ঞেস করলে অম্লানবদনে বলেছি--- নতুন করে শরদিন্দু পড়ছি। গত একমাস ধরে সে ইচ্ছটা আবার মারাত্মকভাবে ফিরে এসেছে। এমন একটা উদ্ধেস্যহীন ছুটি পেতে যে কি অসম্ভব ইচ্ছা করচে। যখন আমার দারুণ কিছু করে ফেলার তাড়া নেই এমনিই অকারণেই ব াঁচতে ভাল লাগে--- এই সুখটুকু লেগে আছে। কোথাও। তাই এই যে লিখছি --- এ অদ্ভুত এক দ্বসমাপতন।

এইভাবে এক গরমের চুটিতেই আমার মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল প্রথম উপন্যাসের বীজ। জীবনের মতো যে কোনও লেখারও একটা নির্দিষ্টি সঘন বিন্দু থাকে বলে আমার মনে হয়। যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় মানুষ বা চরিত্ররা, কিংবা ঘটমান বর্তমান। তখন আমি কলকাতায় নেইষ সিডনিতে। আরও একবার চাকরি ছেড়েছি। কি কর ব বা করতে চাই জানি না এবং সে নিয়েদিব্যি আছি। একের পর এক ভরা গ গ্রীষ্মেরদ্ধক দুপুর বি কেল সন্ধ্যা নিজের সঙ্গে কাটাচ্ছি। সারাদিনে কথা বলি শ্বশুধু সুপার মর্কেটে, আর এক বাংলাদেশি দোকানো সবজি কিনতে গিয়ে,ঘাস বাংলায়। এচাড়া ঘ ুমোই সোফায় শুয়ে আকাশপাতাল ভাবি, আর ট্রেন বা লাইট ট্রেনের সময় দেখি। দেখতে দেখতে ঘন্টা গড়িয়ে যায়, আমি আলস্য ঝেড়ে

বেরনোর জন্য তৈরি হই। মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে আজ তাহলে ডার্লিং হারবার না কুইন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিং, ক্যাফেতে বসে তিনকোনা রাস্তা দেখা, না সার্কুলার কের সুশি রে াল, না কি বিচেই চলে যাব? ভাবতে ভাবতে আকাশি রঙের বাথটব, যার মাথার কাছে ছিল একটা গাঢ় ফাটা দাগ, তার গায়ে ঢলে পণা দুপুরের অলো এসে পড়ে। মনে মনে হিসেব করেই নিই জুতো থেকে আমার বর্তমান অবস্থঅনের দূরত্ব কতটা মিনিট। এবার সত্যিি বেরিয়ে পড়ি। গথিক চার্চের ঘা ঘেঁষে, কখনও বা স্কুলের পাশ দিয়ে। খোলা বারান্দায় কার্নিসে বসে কাকাতুয়াটা আমাকেগ ঘাড় বেকিয়ে দ্যাখে, আমি প্রায় ফাঁকা স্টেশনে ব সে কখনও ট্রেন, কখনও বা ট্রামের মতো লাইট ট্রেনের অপেক্ষা করি। এক একদিন একটুর জন্য বাস মিস করি।

উজ্জ্বল রোদের নীচে শ্বেত সাদা ডিসনিড অপেরা হাউস অপেক্ষা করে থাকে। তার ছড়ানো সিঁড়িতে গুটিগুটি মানুষের মাথা, যত কাছেযাই স্পষষ্ট হয়ে ওটে। সমুদ্রে বাঁধানো বপার বার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে দেখি স্বাস্থ্য দ্বসচেতন লোকজন কি সুন্দর ছুটে যাচ্ছে, টুরিস্টরা হে সে হেসে সেলফি নিচ্ছে, সবাই জীবনের এই মুত্ত্বর্তে পৌঁছতে পেরে কি সুখী।

আর আমি রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাবি কি যেন একটা করার কথা ছিল। আমার কিসব যেন বলার ছিল। সানে উদাত্ত সিডনি হারবার ব্রিজ তখন অনর্গলএক পারের সঙ্গে অন্যপারের পৃথিবীকে জুড়ে চলছে. সেই ব্রিজ দেখতে দেখতে বহুদিন পর আবার ক বিতা লিকেছিলাম আমি, বুঝেছিলাম আরও একবার বদলে যাচ্ছি, এক পুরনো আমির কাছে ফেরার জন্য।

আর যেদিন যেদিন ডেউয়ের জন্য মনকেমন করত, দুটো বাস বদলে আমাকে যেতে হত আরও পূবের্হ। কুজি বি চ। ব্যাগে একটা এক্সট্রা ট্রাউজার ভরে নিতাম। বাস থেকে নামার সময়ই র াস্তা গাছপালা পেরিয়ে চোখে আদিগন্ত নীল ঝাপটা মারত। দুপুরের অল্প গরম বালিতে হাঁটতে গিয়ে বারবার পাড ডুবে যেত। তারপর ডেউয়ের দ্বসঙেঙ্গ সে খেলা চলতেই থাকত মনে হত, একটা মহার্ঘ নীল রেশম কেমন সাংঘাতিক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তার উজ্জ্বল হলুদ

পারে বসে আয়েসিরা রোদ পোহাত, দুঃসাহসিরা ঢেউয়ের মাথায় নেনেচ সার্ফিং করত। কোথাও পৌঁছানোর তাড়া নেই। তার আগে কিংবা পরেও, এত নিশ্চিন্ত একটানা পাহাড় ভ্রমণ আরকখনও হয়নি আমার। প্রবল বৃষ্টিতে কোথাও তেমন যাওয়া হয়নি। তবু কি অসাম্যান সুন্দর লেগেছিল সে শহর। অবাক ব্যাপার হল, ছোট বেলা থেকে সমস্ত বেড়ানোর ছবি যত্নে রাখা আছে মোটা মোটা অ্যালবাসে শুধু গ্যাংটকের সে বে ড়ানোটা বাদ। কেবল স্মৃতি আছে। গাড়ি ঘোড়া কিচ্ছু নেই আর বিশাল সব ব্যাগ নিয়ে বৃষ্টিতে টুইটম্বুর ভিজে আমরা তিনজন রাস্তা েপরচ্ছি। আর মনে আছে আমাদের পাশের রুমে ওঠা এক পুলিশ আফিসারের ভয়ংকর রে াগা স্ত্রী ব্যালকনিতে দাড়িয়ে গল্প করছেন। ঠোঁটা বে কিয়ে বলছেন আমাকে বে াকা বানানো অত সহজ নয়। কেন তার নিজেকে দারুণ বুদ্ধিমান মনে করার প্রয়োজন পড়েছিল। জানতে ইচ্ছ া করে। গরমের ছুটির মধ্যে কি যেন একটা থেকেছে, যেটা আম াকে নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করেছে বারবার। এসব ফঁাকা গ্রীষ্মদুপুরে পরদা টানা ঘরে তীব্র ফ্যান চালিয়ে নিজের সঙ্গেই সবচেয়ে বে শি পে রম হয়েছে আমার। পড়া, না পড়া গল্পের বই ছড়িয়ে খালি, মেঝের ঘাম লেপ্টে শুয়ে থেকেছি, এমনকি, সে লোভে বারবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি. লোকজন কি করছি? জিজ্ঞেস করলে অম্লানবদনে বলেছি--- নতুন করে শরদিন্দু পড়ছি। ঢেউয়ের মধ্যে জুতো হাতে একপ্রান্তে থেকে অন্যপ্রান্তের দিকে হেঁটে আসত সাদা সিঁড়ি। ঘোরানো রাস্তা দিয়ে উঠে ব ালিয়াড়ির পাশে সবুজ টিলা, যার একেবারে মাথায় বসলে আদিগন্ত প্রশান্ত মহাসাগর, তিনদিক ঘিরে। একটা টকটকে গোলাপি তোয়ালে পেতে শুয়ে প ড়তাম, আমি মাথার ওপর অসামান্য নীল আকাশ। মাথা ঝোঁকলেই আরও গাঢ় নীল আর তার কোলে ভেসে যাওয়া বোট বা ট্রলারের সাদা সাদা পুটকি, খেলনার মতো জাহাজ। এভাবে কখনও এক একটা সেকেন্ডকে মনে হয়েছে মহাকা, ঘন্টাকে এক লহমা। মাঝেসাঝে ওয়াইন নিয়ে যেতাম। সঙ্গে ওয়াইনের গাঢ় লালে চুমুক দিয়ে ছোটবেলা পড়া বুদ্ধদেব বসুর নদী স্বপ্ন কবিতার ল াইনগুলো আরও

করে বেশি জীবন্ত লাগত--- ছোকানুরে তুই আকশের রানী, আমি পদ্মার রাজা। এমনই একদিন এক সহাস্য শিশু ছুটে এসে আমার তোয়ালের ওপর গড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল। তার অসম্ভব ভ দ্র বাবা দারুণ লজ্জিত হয়ে যত তাকে টেনে নিয়ে চলে যেতে চাইছে, সে হাত ছাড়িয়ে চলে অসছে। আমার অলস শশুয়ে থাকা তার মধ্যে কি যে অপূর্ব আহ্লাদ তৈরি করেছিল। জানতে ইচ্ছা করে এখন সেকোন দেশে থাকে, কত বড় হল, নিশ্চয়ই স্কুলে যায়? কি গল্প করে বন্ধুদের সঙ্গে? আজও কি তার টকটকে গোলাপি তোয়ালেত শুয়েসমুদ্রের সঙ্গে আকাশের মিশে যাওয়া দেখতে ইচ্ছা করে?

তারপর যথ বেলা পড়ে আসত, উঁচু উঁছু বাড়ির পিছনে রোদ ঘুরে যেত। একটা উদাস বিকেল মুছে যেতে যেতে একা শুয়ে থাকত বেলাভূমিতে। ধীরে ধীরে সবাই যে যার জিনিসপত্রর গুটিয়ে ফিরতি রাস্তা ধরত। বাসে উঠে বারী জোলো হাওয়ার নেশায় ঘুম ঘুম পেত কেমন। মনে হত কি যেন করার কথা ছিল। আমার ন--- কি যেন বলার ছিল--- তারপরও একদিন ট্রেনে ফেরার সময় মাথায় ঝলসে উঠেছিল ট্রেনে ফেরার সময়, মাথায় ঝলসে উঠেচিল অজানা এক মানুষ। এমন একজন যে সত্যিকারের দুঃখী মানুষের মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারে. সে দুঃখের মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারে। সে দুঃখের দাগ মুছুতে থাকে তাকে হয়ে উঠতে হয় অ সাধারণ। সে চরিত্রের নাম রেকেছিলাম--- শুভনীল। তবে আমার শুবনীলকে বুঝতে আরও কিছুদিন কেটে গিয়েছিল। শীত প্রায় এসে পড়েছে, তখন তাই সে অন্য গল্প। কিন্তু সেদিন এতদূর ভাবতে ভাবতে, আমার স্টেশন চলে এসেছিল। যে কথা এতক্ষণবলাই হয়নি। যে মফস্‌সলে থাকতাম আমি, তার নাম ছিল সামারহিল। যেখানে জীবনের দীর্ঘতম সাম ার ভ্যাকেশন কাটিয়েছিলাম আমি।

সামারহিলের সে বাড়ি আর তাকে ঘিরে জড়িয়ে ওঠা অগুনতি গ্রীষ্মদিন--- বিশালবড় বেলজিয়াম কাচের আয়নার মতো আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। কিছু কিছু হয়ে ওঠা শুধু নিজের জন্য. নিজের আসল মুখ আসলে আলস্যের কাছে জমা থাকে।

**(সৌজন্যে— প্রতিদিন)**

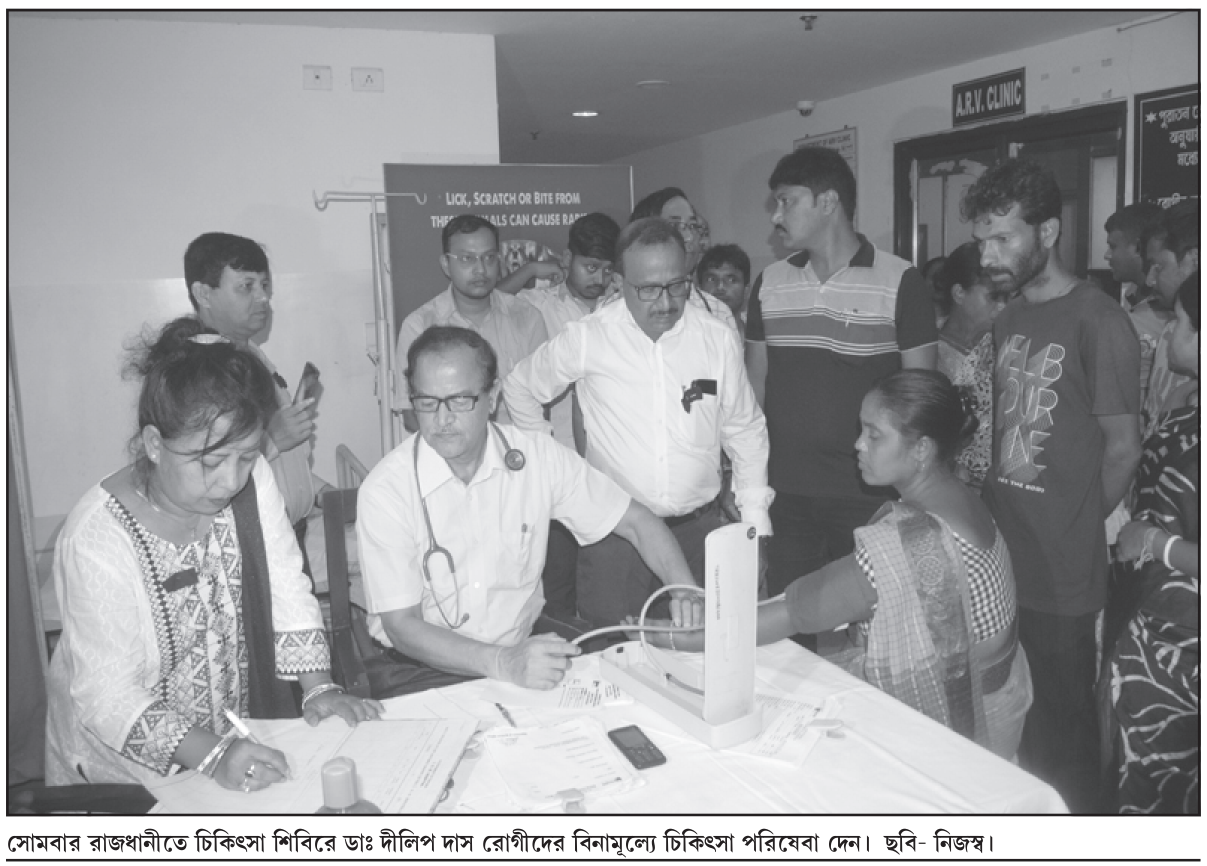

সোমবার রাজধানীতে চিকিৎসা শিবিরে ডাঃ দীলিপ দাস রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেন। ছবি- নিজস্ব।

# আন্দোলনে আরও গতি : দেশজুড়ে চিকিতা-ধর্মঘট, চরম দুর্ভোগে রোগী ও পরিজনরা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): আন্দোলনে আরও গতি বাড়লঊ ১৭ জুন, সোমবার গোটা দেশের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ গুলিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)ঊ চিকিতকদের সর্বোচ্চ সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছিল, জরুরি ও রুটিন পরিষেবা চালু থাকবেঊ তবে, বর্হিবিভাগ এবং অন্যান্য পরিষেবা বন্ধ থাকবেঊ সেই মতো সোমবার সকাল থেকেই গোটা দেশের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গুলিতে চলছে চিকিতা-ধর্মঘটঊ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে চিকিতা-ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন চিকিতকরাঊ
গুজরাটের ভদোদরায় স্যার সায়াজিরাও জেনারেল হাসপাতালের বর্হিবিভাগের বাইরে চিকিতা-ধর্মঘটে সামিল হন চিকিতকরাঊ রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরেও চিকিতকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেনঊ জয়পুরের জয়পুরিয়া হাসপাতালে এদিন সকালে চিকিতকদের কেবিন ছিল ফাঁকাঊ গুজরাট ও রাজস্থানের পাশাপাশি সোমবারের ধর্মঘটে সামিল হয়েছে উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, কেরল, পঞ্জাব, বিহার ও অসম-সহ সমস্ত রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজের চিকিতকরাঊ মূলত-নিরাপত্তার দাবিতেই এদিনের ধর্মঘটঊ কোথাও কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলন চলছে, কোথাও বা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করছেন চিকিতকরাঊ
দেশের অন্যান্য রাজ্যে সোমবার সকাল থেকে চিকিতা-ধর্মঘট শুরু হলেও, দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সোমবার দুপুর বারোটা থেকে মঙ্গলবার সকাল ছ'টা পর্যন্ত চলবে কর্মবিরতি ও ধর্মঘট।
তবে, এই সময়ে জরুরি বিভাগ, আইসিইউ ও প্রসূতি বিভাগ চালু থাকবেঊ এছাড়াও উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন স্যার সুন্দরলাল হাসপাতালের চিকিতকরা, অসমের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও চিকিতকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেনঊ সবমিলিয়ে চিকিতক আন্দোলনের গতি আরও বাড়লেও, দেশজুড়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরাঊ সঠিক সময়ে চিকিতা করাতে না পেরে সামান্য অসুস্থ রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

# লাইভ কভারেজে রাজি রাজ্য সরকার

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.) : লাইভ কভারেজের দাবি মেনে নিল রাজ্য সরকার। সোমবার বেলা আড়াইটে নাগাদ এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল জানিয়ে দেন, অডিও ভিসুয়াল লাইভ কভারেজ করতে দেওয়া হবে। সেখানে লাইভ কভারেজের জন্য ৩/৪ জন উপস্থিত থাকতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী লাইভ কভারেজে রাজি হয়েছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র মারফত চিঠি দিয়ে এনআরএস মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তথা স্বাস্থ্যসচিব রাজীব সিনহা। তবে সেই চিঠিতে পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হবে না। তবে লাইভ কভারেজের ফিড সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেল কে দেওয়া হবে।
এর আগে সোমবার বেলা দুটোয় জুনিয়র ডাক্তাররা সরাসরি জনিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডাক্তারদের বৈঠক সংবাদ মাধ্যমে লাইভ কভারেজ হলেই তাঁরা নবান্নে বৈঠক করতে যাবেন। না হলে বৈঠক সম্ভব নয়। যদিও পরক্ষণেই স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র জানিয়েছে, লাভ কভারেজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সেখানে সংবাদ মাধ্যম থাকবে না।
এর পরেই জুনিয়র ডাক্তাররা বলেন, আমাদের প্রধান দাবী ছিল মুখ্যমন্ত্রী একবার এনআরএস হাসপাতালে আসুন। কিন্তু তিনি আসেন নি। অনড় থাকেন। আমরা তাঁর সব দাবি মেনে নিয়েছি। আমরা চাই আমাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক সরাসরি লাইভ কভারেজের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ সব জানুক। আমাদের দাবি যৌতিক কিনা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের ইটা আর্জি লাইভ কভারেজ করতে দেওয়া হোক। সাধারণ মানুষের স্বার্থে। উনি আমাদের এইটুকু আর্জি মেনে নিলেই আমরা নবান্নের দিকে যাবার কথা ভাবব। না, হলে বৈঠকে তারা যাবেন না বলে জানান।
ডাক্তাররা যে ভাবে মিডিয়ার সামনে মিটিং করার দাবি জানিয়েছিলেন তা মানতে রাজি নয় নবান্ন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যে হেতু এই অচলাবস্থার সবথেকে বড় শিকার হলেন সাধারণ মানুষ, তাই সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হোক। যাতে কী আলোচনা হচ্ছে তা সাধারণ মানুষ জানতে পারেন। কোনও লুকোচুরি না হয়।
তবে নবান্ন জানিয়েছে, গোটা আলোচনা রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তার পর তা প্রকাশ করা হবে। নবান্নের এক কর্তার মতে, ডাক্তাররা যে দাবি জানিয়েছেন তা এক প্রকার মিডিয়া ট্রায়ালের মতো। কোনও সরকার এই দাবি মানতে পারে না। এটা অনায্য। তবে আলোচনা নিয়ে স্বচ্ছতায় কোনও ফাঁক রাখবে না সরকার।
মিডিয়ার উপস্থিতি নিয়ে আন্দোলনকারীদের শর্ত না মানায় এখনও টানাপড়েন চলছে বৈঠকে আন্দোলনকারীদের উপস্থিতি নিয়ে। প্রথমে অবশ্য মিডিয়ার উপস্থিতির পাশাপাশি বৈঠকের আমন্ত্রণ পাওয়া নিয়েও তাঁদের মধ্যে বৈঠকে যোগদান ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সোমবার সকালেই আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়, মৌখিক ভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে নবান্নে বৈঠকের কথা জানতে পারলেও সরকারি ভাবে কোনও আমন্ত্রণপত্র তাঁরা হাতে পাননি। সরকারি আমন্ত্রণপত্র ছাড়া তাঁরা কোনও ভাবেই বৈঠকে যোগ দিকে পারবেন না। সাংবাদিকদের একথা জানানোর কিছু পরই স্বাস্থ্য ভবন থেকে একটি আমন্ত্রণপত্র তাঁদের কাছে পৌঁছয়।
ওই আমন্ত্রণপত্রে অবশ্য মিডিয়ায় উপস্থিতি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের শর্তের উল্লেখ নেই। লেখা রয়েছে, প্রতিটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে অন্তত ২ জন প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন। বেলা আড়াইটার মধ্যেই পরিচয়পত্র সহ তাঁদের নবান্নে পৌঁছতে। এবং পুরো বৈঠকটা রেকর্ড করা হবে।
রবিবার রাত পর্যন্ত স্বাস্থ্য দফতরের প্রস্তাব অনুয়ায়ী, নবান্ন সভাগৃহে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের ২৮ জনের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সম্মত হয়েছি ল। রবিবার রাতেই নবান্ন থেকে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার মাধ্যমে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী সোমবার বেলা ৩টের সময় আন্দোলনকারীদের বৈঠকে ডেকেছেন। কিন্তু সোমবার সকালে আন্দোলনকারী ডাক্তারদের একটি অংশ দাবি করেন, যতক্ষণ না সরকারি ভাবে চিঠি দিয়ে তাঁদের বৈঠকের স্থান, কার সঙ্গে বৈঠক এবং কখন বৈঠক, এই তিনটি বিষয় স্পষ্ট করা হচ্ছে তত ক্ষণ তাঁরা বৈঠকে অংশ নেবেন না। জটিলতা তৈরি হয় বৈঠকের সময় সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতির প্রশ্ন নিয়েও।
স্বাস্থ্য কর্তাদের দাবি, রবিবারই আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচারের জন্য কোনও সংবাদমাধ্যমকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য কর্তাদের দাবি, সেই শর্ত মেনেই বৈঠকে রাজি হয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু এদিন সকালে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের একটি অংশ ফের দাবি করেন, সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতেই বৈঠক হতে হবে। তাঁরা বলেন, রবিবারের জেনারেল বডির বৈঠকের পর তাঁরা যে দাবিগুলো রেখেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি। সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য দফতর যে সরকারি নিয়মকে তুলে ধরছেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক যদি সরাসরি সম্প্রচারিত হতে পারে, তা হলে এই বৈঠকে সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি নিয়ে সরকারের আপত্তি কেন ?
আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা ফের এই ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করতে পারেন সোমবার। এই জটিলতা কাটাতে উদ্যোগী স্বাস্থ্য কর্তারা। সিনিয়র ডাক্তারদের আশা, দ্রুত এই বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে এবং আজই বৈঠক হবে। আশা করা যায় এবার রাজ্যের সব হাসপাতালের অচলাবস্থার জট কাটবে।

# আন্দোলন ঘিরে ডাক্তার-সাংবাদিকদের বিতর্কে ভিন্নমত

কলকাতা, ১৭ জুন (হি স) জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশের আচরণে প্রচারমাধ্যমের একটা বড় অংশ ক্ষিপ্ত। তাঁরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতন্ডা। আন্দোলনকারী-সাংবাদিকদের বিতর্কে সাংবাদিকদের মধ্যেও অবশ্য দেখা দিয়েছে মতানৈক্য।
গতকাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এনআরএসের আন্দোলনকারী এক চিকিৎসক 'বিহেভ ইওরসেলফ' বলে ধমক দেন। সাংবাদিকদের যোগ্যতার মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন চিকিৎসকদের একাংশ। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে সাংবাদিকদের সাক্ষী হিসাবে রাখতে জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি করলে বেঁকে বসেন সাংবাদিকরা। পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করেন, "এখন কেন আমাদের লাগছে আপনাদের?" এই অবস্থায় এনআরএস-এর জুনিয়র ডাক্তাররা আজ সকাল সাড়ে ৯-টায় ৯৩.৫ রেড এফ এম-এ সরাসরি সবটুকু জানায়। ডঃ সুবর্ন গোস্বামীর অভিযোগ, "মিডিয়া অর্ধসত্য প্রচার করছে। তাই এই ব্যবস্থা।"
এদিকে প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, "জুনিয়র ডাক্তারদের জ্ঞান দেবেন না, প্লিজ।" অভিজিৎ কুন্ডু লিখেছেন, খুব ফ্রিলি জ্ঞান ভেসে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায়। এর জবাবে স্বাতী লিখেছেন, "আমার মনে হচ্ছে ওই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট পরিণত। মিডিয়ার সামনে বৈঠক করতে চেয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চাইছে। মিটিং-এর জায়গা মুখ্যমন্ত্রীর উপর ছেড়ে দিয়ে নমনীয়তা দেখিয়েছে।" বিরোধিতা করে জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন, "ডাক্তার হয়েছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে, আমরা জ্ঞান দেবো কেন? ওরা সেরার সেরা। স্কুল সেরা। সমাজ সেরা। জ্ঞান দেবো কেন? ওদের হাতে আমাদের জীবন। আমরা জ্ঞান দেবো কেন?" পুরন্দর ভৌমিক লিখেছেন,যত্তোসব ফালতু নোংরা রাজনীতি ! ঘোলাজলে সব কটা মাছ ধরতে নেমে পড়েছে...! এ ওকে দোষারোপ করছে আর মূল সমস্যা থেকে সবাই দূরে সরে গিয়ে একটা বাজে আবহাওয়া তৈরি হতে শুরু হয়েছে। যাচ্ছেতাই ব্যাপার একটা।

# উত্তর প্রদেশে ট্র্যাক্টর-ট্রলি উল্টে দুর্ঘটনা : হত ৫, আহত ১৭

বলরামপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৭ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলায় একটি যাত্রীবাহী ট্র্যাক্টর-ট্রলি উল্টে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিনজন-সহ মোট পাঁচজনের। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে জেলার কোভাপুরের কাছে। ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন পাঁচজন যাত্রী। গুরুতর আহত হয়েছেন ওই গাড়ির মধ্যে থাকা আরও ১৭ জন যাত্রী।
পুলিশের এক কর্তা এ বিষয়ে জানিয়েছেন, এদিন সকালে ইটভাটার শ্রমিকদের একটি দল যাত্রীবাহী ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বলরামপুর জেলার লোহেপানিয়া গ্রামে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে হঠাৎই কোভাপুরের কাছে এসে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে রাস্তা থেকে পিছলে পাশের খাতে গড়িয়ে যায় যাত্রীবোঝাই ওই ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থেকে সকল যাত্রীদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন ভরত (২৫), তাঁর স্ত্রী রেশম (২৩) এবং তাঁদের দুই বছরের ছেলে নানহু। পুলিশ সূত্রের খবর, অপর দুই মৃতদের মধ্যে রয়েছে দুটি শিশু- সতীশ (৩) এবং নন্দিনী (১)। বাকি ১৭ জন আহতের প্রত্যেকেরই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

# তীব্র গরমে কাহিল বিহার : নালন্দায় মৃত্যু আরও ৫ জনের, অসুস্থ কমপক্ষে ৫৮ জন রোগী

নালন্দা, ১৭ জুন (হি.স.): প্রবল তাপপ্রবাহের কাহিল বিহারের মানুষজনঊ অত্যধিক গরমে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাঊ বিহারের নালন্দা জেলায় তীব্র দাবদাহে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জনঊ এছাড়াও গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন কমপক্ষে ৪৮ জনঊ নালন্দা-র পাওয়াপুরী মেডিক্যাল কলেজের সুপার জ্ঞান ভূষণ জানিয়েছেন, 'সানস্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৫৮ জন রোগী হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ'
সানস্ট্রোকে মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক বিহারের ঔরাঙ্গাবাদ এবং গয়ায়ঊ শুধুমাত্র ঔরাঙ্গাবাদ এবং গয়া নয়, নওয়াদা, পাটনা, নালন্দা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া-সহ আরও অনেক জেলাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশিঊ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

# পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়াতে নীরব বিক্ষোভ মিছিল গোয়ায়

পানাজি, ১৭ জুন (হি. স.) : গোয়াতে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক কর্মবিরতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের সহকর্মীদের ওপর হামলার নিন্দা জানাতে একটি "নীরব বিক্ষোভ মিছিল" করলেন। চিকিৎসকদের এই ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচির প্রতিক্রিয়ায় তাদের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা আইএমএ জানিয়েছে, উপকূলীয় রাজ্যটির বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অপরিহার্য নয় এমন চিকিৎসা পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। রাজধানী পানাজির আজাদ ময়দান থেকে পঞ্জিম বাজার পর্যন্ত এই "নীরব বিক্ষোভ মিছিল"-এ অংশগ্রহণ করেন বেশ কয়েকজন চিকিৎসক।
ভারতীয় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর প্রাক্তন প্রধান শেখর সালকার সোমবারের প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়ে বলেন, 'সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সহকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে সহকর্মী চিকিৎসকদের পাশে দাঁড়াতে গোয়ার চিকিৎসকেরা কর্মবিরতির আহ্বান করেন।' তিনি সরকারি হাসপাতালগুলিতে সকল ওয়ার্ডের বাইরে সশস্ত্র নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের দাবি জানান। তিনি বলেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা থেকে রক্ষা করার জন্যও তৎপর হতে হবে।
এদিন তিনি আরও জানান, 'গোয়ায় রোগীর পরিবারের হাতে চিকিৎসকদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা অতীতে খুব কম ঘটেছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে, অপরাধীদের বিচার করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। আমরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিক্করের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁর সরকার তখন এখানে এক চিকিৎসকের ওপর হামলার পর বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ওপর কড়া নজর রাখে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। নিরাপত্তা থাকলে চিকিৎসকেরা রোগীদের ভাল চিকিৎসা দিতে পারেন। শেখর সালকার বলেছেন, গোয়ায় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে হিংসার কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, তবে আইএমএ-র স্থানীয় শাখা, পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের কাছে জমা দেবে। কলকাতায় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত রোগীর পরিজনের আক্রমণের শিকার হয়ে দু"জন জুনিয়র চিকিৎসক গুরুতর আহত হওয়ার পর গত ১১ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র চিকিৎসকরা হরতাল করছেন। তাঁদের এই অবস্থান বিক্ষোভের প্রতি সংহতি জানিয়ে সারা দেশের জুনিয়র চিকিৎসকেরা কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

# আলিপুরদুয়ারে হাতির হামলায় মৃত এক

ফালাকাটা, ১৭ জুন (হি. স.) : হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম রঞ্জিত ওরাওঁ (৩২)।বন দফতর সূত্রে খবর, রবিবার গভীর রাতে কড়াইবাড়ি এলাকায় তাণ্ডব চালায় হাতি। প্রাণের ভয়ে অনেকেই ছোটাছুটি শুরু করে দেন। সেই সময় হাতির সামনে পড়ে যান রঞ্জিত ওরাওঁ। তাঁকে শুঁড় দিয়ে তুলে আছাড় মারে হাতিটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিত ওরাওঁয়ের। বন দফতরের মাদারীহাট রেঞ্জের রেঞ্জার খগেশ্বর কার্জী জানান, মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

# পশুপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ, বাংলাদেশে পিটিয়ে হত্যা বিরল প্রজাতির নেকড়ে

ঢাকা, ১৭ জুন (হি.স.): প্রায় ৮০ বছর পর বাংলাদেশে দেখা মিলল বিরল প্রজাতির ধূসর নেকড়েরঊ কিন্তু, বিরল প্রজাতির ওই নেকড়েকে পিটিয়ে হত্যা করা হলঊ বাংলাদেশের সুন্দরবন নিকটবর্তী একটি গ্রামের ঘটনাঊ গবাদি পশুকে আক্রমণের অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওই নেকড়েকেঊ বন বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সুন্দরবন নিকটবর্তী একটি গ্রামে একটি ধূসর নেকড়ে ধরা পড়েঊ কিন্তু, পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় ওই নেকড়েকেঊ পিটিয়ে মেরে ফেলা নেকড়েটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ আনোয়ারুল ইসলামঊ
প্রায় ৮০ বছর পর বাংলাদেশে দেখা বিরল প্রজাতির এই ধূসর নেকড়েরঊ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচারের তথ্যমতে, বাংলাদেশে সর্বশেষ ধূসর নেকড়ের দেখা মিলেছিল ১৯৪৯ সালেঊ তবে, ভারতে এখনও প্রায় তিন হাজার ধূসর নেকড়ে রয়েছে।

# পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ কোচবিহারে

কোচবিহার, ১৭ জুন (হি. স.) : দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের পরিষেবা ঠিকমতো না পেয়ে এবার পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন কোচবিহার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রেল ঘুমটি এলাকায় অবরোধ শুরু করেছেন তাঁরা। অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর ধরে ঠিকমতো পানীয় জল পরিষেবা পাচ্ছেন না ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ছয়ের পাতায়

# সপ্তদশ লোকসভার প্রোটেম স্পিকার বীরেন্দ্র কুমার, শপঠবাক্য পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথগ্রহণ করলেন বিজেপি সাংসদ বীরেন্দ্র কুমারঊ সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের তিকমগড়ের সাত-বারের সাংসদ বীরেন্দ্র কুমারকে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ লোকসভার নতুন নির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রোটেম স্পিকারইঊ
নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন পূর্বতন সরকারে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বীরেন্দ্র কুমারঊ খুব অল্প বয়স থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র যুক্ত তিনিঊ মধ্যপ্রদেশের সাগরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে যোগ দেন বীরেন্দ্র কুমারঊ ১৯৯৬ সালে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত সাগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন বীরেন্দ্রঊ তারপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাঁকাতে হয়নিঊ একাদশতম থেকে সপ্তদশতম লোকসভা সাংসদ বীরেন্দ্র কুমার।

# সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘের হানায় মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর

সুন্দরবন, ১৭ জুন (হি. স.) : বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম শশধর মণ্ডল(৩২) ।সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পঞ্চমুখানি লম্বাবাকী সাইট খালের কাছে। শশধর বাবুর দুই সঙ্গী কার্তিক মন্ডল,প্রভাস মন্ডলরা বাঘের সাথে দীর্ঘ লড়াই করেও শশধর মন্ডলকে উদ্ধার করতে পারেনি। বাঘ শশধর মন্ডলকে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যায়।
সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার লাহিড়ীপুর থেকে গত রবিবার দুই সঙ্গী কার্তিক মন্ডল ও প্রভাস মণ্ডলের সাথে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন শশধর বাবু। সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ নিজেদের নৌকা নোঙর করে যখন সকলে নদীতে জাল পাতচ্ছিলেন ঠিক তখনই আচমকা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বাঘ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শশধর বাবুর উপরে। মুহূর্তে তাঁর ঘাড়ে থাবা বসিয়ে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।
সঙ্গীকে বাঘে ধরেছে দেখতে পায়ে লাঠি, কাঁকড়া ধরার লোহার শিক ও নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ও শেষ রক্ষা করতে পারেননি প্রভাস ও কার্তিক বাবু। প্রায় মিনিট ত্রিশ বাঘের সাথে লড়াই করে অবশেষে সঙ্গীকে উদ্ধার করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন ।এই ঘটনায় লাহিড়ীপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সুন্দরবন কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক প্রদীপ কুমার পাল বলেন "তিন সঙ্গী মিলে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। বাঘ আক্রমণ করে শশধর মন্ডল নামে এক মৎস্যজীবীকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যায় ।তার দেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।" এই বিষয়ে স্থানীয় বনদফতরকে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।

# ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, পুঞ্চে গুলি ও মর্টারের আঘাতে আহত বিএসএফ জওয়ান

জম্মু, ১৭ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ফের একবার সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ পাকিস্তানি গুলি ও মর্টারের আঘাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে আহত হয়েছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র একজন জওয়ানঊ কালবিলম্ব না করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ গত কয়েকদিন ধরে নাগাড়ে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি করে চলেছে পাকিস্তানঊ নিয়ম করেই চলছে বিনা প্ররোচনায় বিএসএফ ছাউনি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণঊ
সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে সীমান্তের ওপার থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মর্টার-সহ প্রচন্ড গুলিবর্ষণে আহত হয়েছেন একজন বিএসএফ জওয়ানঊ ততণাতওই বিএসএফ জওয়ানকে উদ্ধার করে মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ সময় নষ্ট করে শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে বিএসএফ-ওঊ সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় এই গুলির লড়াই দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে

# এক দেশ এক নির্বাচন নীতি মানতে নারাজ সিপিআই

হায়দরাবাদ, ১৭ জুন (হি.স.) : এক দেশ, এক নির্বাচন নীতি নিয়ে পাল্টা বিজেপি-কে কটাক্ষ করলেন সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক সুরাভারাম সুধাকর রেড্ডি। এক দেশ, এক নির্বাচন নীতি হচ্ছে বিজেপির অলীক ধারণা বলে জানিয়েছেন তিনি। এর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
সোমবার বর্ষীয়ান বামপন্থী নেতা সুরাভারাম সুধাকর রেড্ডি বলেন, এই নীতি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এমনকি এর কোনও প্রয়োজনীয়তাও নেই। এমন নীতি আদতে বিজেপির অলীক ধারণা। যে সকল রাজ্যের সরকার এখনও মেয়াদ পূরণ করেনি, এই নীতি কার্যকর করলে তাদের কি হবে? সেখানে ফের উপনির্বাচন হবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে দিয়ে তাদের অযথা অপেক্ষা করতে বলা হবে।
উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছিলেন, যে সকল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি সংসদে রয়েছেন সেই সকল রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। ১৯ জুন দুপুরে ৩টের সময় সংসদ চত্বরে এই বৈঠক হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং দেশের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নেওয়া হবে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে সেগুলি হল এক দেশ এক নির্বাচন, গঠনমূলক সংসদীয় কাজকর্ম, মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন, বিভিন্ন জেলার উন্নয়ন, ৭৫ বছর স্বাধীনতায় নতুন ভারত গড়া। পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে নিজেদের মতামত জানাতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতি। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যাবহার করেন শহিদ কাপুর

বিনোদন ডেস্ক :হতে পারেন তিনি তারকা, অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব কিন্তু সার্বিক ভাবে তাঁর ববহার কেমন, সেটা অবশ্যই বিচার্য বিষয় ।শহিদ কাপুরকে সবাই খুবই ভদ্র মানুষ বলেই জানেন। এমন সুখ্যাতি অনেক তারকাকে নিয়েই রয়েছে। কিন্তু সেই তারকা তাঁর সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন, সেটা অনেক সময়েই আড়ালে থেকে যায়। সম্প্রতি সেই প্রশ্নই করা হয় শহিদ কাপুরকে।

উত্তরে তিনি যা বলেছেন, তাতে মুগ্ধ হয়েছেন শহিদের গুণমুগ্ধরা ।সামনেই রয়েছে শহিদ কাপুর ও কিয়ারা আদবানি অভিনীত ''কবির সিং''-এর মুক্তি। তাই এই ছবির প্রচারের জন্য এখন চলছে একের পর এক সাক্ষাতকার ।সম্প্রতি তেমনই একটি সাক্ষাতকারে শহিদের বাড়ির কাজের লোকের প্রসঙ্গটি উঠেছে। মিস মালিনী ডট কম-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবিতে এমন একটি দৃশ রয়েছে যেখানে একটি গ্লাস ভেঙে ফেলার জন্য কবির সিং তার বাড়ির কাজের মহিলাকে অত্যন্ত বকাবকি করে।সেই সূত্র ধরেই প্রশ্ন করা হয় শহিদকে যে অভিনেতার বাড়িতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে কখনও ? এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা জানান যে এই মুহূর্তে তাঁর বাড়িতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের বেশিরভাগই এসেছেন মীরা রাজপুতের সঙ্গে শহিদের বিয়ের পরে। মীরাই তাঁদের নিয়ে এসেছেন ।শহিদ ওই সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন যে কবির সিং-এর ওই দৃশ্যের ঠিক উল্টোটাই ঘটবে তাঁর নিজের বাড়িতে ।শহিদ বলেন যে তিনি যদি ভুলক্রমেও কোনও গ্লাস ভেঙে ফেলেন তবে তিনি বরং উল্টে তাঁর সাপোর্ট স্টাফের কাছে ক্ষমা চাইবেন এবং নিজেই পরিষ্কার করে দেবেন ভাঙা কাচ। এমনটা সতি কমই দেখা যায় ! তারকা হওয়ার প্রয়োজন নেই, সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও কিন্তু এই সহবত বিরল

## অনুপম খেরকে চুম্বন করতে রাজি হননি অর্চনাপূরণ সিং ! কেন ?

মুম্বই : ''দ্য কপিল শর্মা''স শো''-র পরবর্তী পর্বের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের অভিনেতা অর্চনাপূরণ সিং। তিনি স্মৃতিরোমন্থন কর ছিলেন। গল্পের ছলে একটি ছবির কথা বলেন। অভিনেতা অনুপম খেরকে চুম্বন করার কথা বলেন। ছবির নাম ''লড়াই''। অর্চনা বলেন, তিনি ছবিতে অনুপমকে চুম্বন করতে

চাননি ।অর্চনা বলেন, ১৯৮৯ সালের এই ছবি। ছবিটির শুটিং-এর সময়. পরিচালক দীপক শিবদাসানি তাঁকে একটি চুম্বন দৃশ্যের কথা বলেন। কিন্তু তিনি খুবই ভয় পেয়ে যান। তিনি এর আগে কখনও এমন দৃশ্যে অভিনয় করেননি। তিনি দীপককে অনুরোধ করেন যাতে এই দৃশ্যটি করতে না হয়। কিন্তু কী ভাবে যে গোটা দৃশ্যটিই ছবি থেকে বাদ হয়ে গেল তিনি জানেন না। সলমন খানের থেকে নয় বছরের ছোটো তাঁর মা! সমালোচনার মুখে অভিনেতাঅর্চনা পরে অনুপমকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে অনুপম স্ত্রী কিরণ খেরকে ভয় পান কি না? তার উত্তরে অনুপম বলেছিলেন, তিনি স্ত্রীকে ভয় পান না। কিন্তু অর্চনার অবস্থা দেখে তিনি নিজেই দীপককে এই দৃশ্যটি বাদ দিতে অনুরোধ করেছিলেন ।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অনুপম খেরও। তিনি এশা গুপ্তার সঙ্গে নতুন ছবি ''ওয়ান ডে জাস্টিস ডেলিভার''-এর প্রচারে এসেছিলেন ।অর্চনার এই কথায় কপিল শর্মা ঠিক কী মন্তব্য করেছিলেন সেটিই দেখার। তার জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে টিভির পর্দায়।

## সলমন খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে নারাজ এই নায়িকারা ?

সলমন খানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে তা লুফে নেবেন যে কোন অভিনেত্রী ঊ কিন্তু বি-টাউনে এমনও কয়েকজন অভিনেত্রী আছেন যাঁরা কাজ করতে পছন্দ করেন না সলমন খানের সঙ্গে ঊী সোনালি বেন্দ্রে : একটাই ছবি করেছেন উনি সলমন খানের সঙ্গে ঊ তাহলো 'হম সাথ সাথ হ্যায়' ঊ আর আজ অবধি তার জন্য অনুশোচনার শেষ নেই সোনালির ঊ এই ছবির শ্যুটিং চলাকালীন সলমন কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করেছিলেন ঊ এরপর বহুবার সলমনের বিপরীতে ছবি অফার করা হয়েছে সোনালিকে ঊ কিন্তু উনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন ঊীজুহি চাওলা:জুহির অভিনীত'দিওয়ানা মস্তানা'ছবিতে সলমন খানকে একটা ছোট চরিত্রে দেখা গেছিল ঊ এই ছবির প্রধান নায়ক ছিলেন গোবিন্দা আর অনিল কপূর ঊ এরপর জুহি আর কোনও দিনই সলমনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে চাননি ঊ সলমনের দাম্ভিকতা দেখে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন জুহি ঊঅমৃতা রাও:'প্রেম রতন ধন পায়ো'ছবিতে সলমনের বোনের চরিত্রে প্রথমে অফার করা হয়েছিল অমৃতাকে ঊ উনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন ওঁর সলমনকে পছন্দ নয় তাই এই ছবি করতে পারবেন না উনি ঊ পরে ওই চরিত্রে দেখা যায় অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করকে ঊঅমিশা প্যাটেল : অমিশা ও সলমনকে দেখা গেছিল 'ইয়ে হ্যায় জলবা' ছবিতে ঊ বক্স অফিসে সেরকম সাড়া ফেলতে পারেনি এই ছবি ঊ অমিশা তখন একের পর এক হিট ছবি দিচ্ছেন ঊ অন্যদিকে সলমনের সময়টা ভাল যাচ্ছিল না ঊ পরপর ছবি ফ্লপ করছিল ওঁর ঊ অমিশা তাই সিদ্ধান্ত নেন উনি

সলমনের সঙ্গে আর কাজ করবেন না ঊ কিন্তু বিধির বিধান এমনই যে সলমন আবার ঘুরে দাঁড়ান ঊ অন্যদিকে অমিশা আজকাল আর কাজই পান না ঊদীপিকা পাদুকোন:সলমন নিজে দীপিকার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ঊ কিন্তু এখন অবধি দীপিকা পাঁচটা ছবি ফিরিয়ে দিয়েছেন ঊ অনেকেই মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে সলমনকে পছন্দ করেন না দীপিকা ঊ তাই উনি সল্লু ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে চান না ঊউর্মিলা মাতন্ডকর:উর্মিলা ও সলমনকে একসঙ্গে দেখা গেছিল'জানম সমঝা করো'ছবিটায় ঊ উর্মিলার মতে সলমনের কারণে এই ছবি ফ্লপ হয় ঊ এরপর উনি সলমনের সঙ্গে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নেন

## ''কবীর''-এর জন্য অর্জুন ছিলেন সন্দীপের প্রথম পছন্দ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: টিজার এবং ট্রেলারে ''কবীর সিং'' দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। বাকি রয়েছে শুধু ছবি, যা খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ২১ জুলাই। তবে ছবি নিয়ে আশাবাদী পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা এবং অভিনেতা শাহিদ কাপুর। ''অর্জুন রেড্ডি''-র রিমেক হচ্ছে বলিউডের ''কবীর সিং''। তবে ''কবীর সিং''-য়ের পেছনে রয়েছে এক রহস্য যা খোলসা করলেন পরিচালক স্বয়ং। তিনি জানান, এই ছবিতে শাহিদ তাঁর প্রথম পছন্দ ছিলেন না। তিনি অন্য এক অভিনেতাকে ''কবীর''-এর চরিত্রের জন্য ভেবে রেখেছিলেন। শাহিদের সঙ্গে ছবির বিষয় নিয়ে তিনি কথাও বলেন। তবে তাঁর মাথায় ছিল অন্য অভিনেতার নাম। তবে সেই অভিনেতা কে তা তিনি কখনও কাউকে জানাননি। প্রথববার এই বিষয় নিয়ে সন্দীপ মুখ খুলেছেন ।পরিচালক বলেন, আমার পছন্দ ছিল অর্জুন কাপুর। ছবির প্রযোজকও তাঁকে অ্যাপ্রোজ করেছিল। কিন্তু আমরা এই বিষয় নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। কারণ, আগে থেকেই আমি শাহিদের সঙ্গে এই ছবি নিয়ে কথা বলেছি তাই বেশি না ভেবে তাঁকে বেছে নিয়েছিলাম। তবে শাহিদের সঙ্গে প্রথবার জুটি বেঁধেছেন কিয়ারা আডবাণী। ছবিতে দুজনের কেমিস্ট্রি নিয়ে খুব চর্চাও হচ্ছে। তবে ''কবীর''-এর ভূমিকায় দর্শকদের নজর কেড়েছেন শাহিদ। তিনি বলেন, শ্যুটিং থেকে ফিরে এসে ২-৩ ঘন্টা ধরে স্নান করতাম যাতে সিগারেটের ধোঁয়া চলে যায়। অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে ।জানা গিয়েছে, শাহিদের পাশাপাশি কিয়ারাও ছিলেন না পরিচালকের প্রথম পছন্দ! কিয়ারার আগে এই ছবিতে কাজ করার কথা ছিল তারা সুতারিয়ার। এর পাশাপাশি ''কবীর সিং''-য়ের নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং পরিচালক। শাহিদ যার চরিত্রকে পর্দায় তুলে ধরছেন তিনি হলেন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। তিনি মেডিক্যাল স্টুডেন্ট ছিলেন এবং তাঁর জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছিল। যা এবার রূপোলি পর্দায় দেখানো হবে।

## মেক আপ তো শুধুই বাইরের সৌন্দর্য্য চমকে দিলেন সুন্দরী অভিনেত্রী

মুম্বই: রূপোলি পর্দার নায়িকারা যেন স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নের সুন্দরী হওয়ার জন্য মেয়েরা পাগল। কখনও জিম, কখনও ফেয়ারনেস ক্রিম। এভাবেই আলিয়া কিংবা দীপিকা হওয়ার দৌড়। তবে সত্যিই কী স্বপ্ন-সুন্দরীরা একেবারে নিখাদ-নিদাগ? তাদের জন্য কী আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে ছাপোষা মেয়েরা?না, আসলে প্রত্যেকেরই থাকে খুঁত। সাধারণের ভালোলাগার জন্যই সেসব খুঁত ঢেকে অসাধারণ করে তোলা হয় পর্দার সুন্দরীদের। কিন্তু নায়িকার বাইরে আসল মেয়েটির হয়ত মুখে দাগ কিংবা গায়ের রঙ কালো। তাই মেক আপ বিহীন চেহারা সামনে এনে অনেক নায়িকারা মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চাইছেন। বার্তা দিতে চাইছেন, তাঁদেরও খুঁত ঢাকতে হয় ।ই ট্রেন্ডেই এবার নাম লেখালেন কাজল আগরওয়াল। দক্ষিণী এই নায়িকাকে বলিউডের দু-একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে। তবে দক্ষিণের ছবিতে কাজল বেশ জনপ্রিয়। আর অবশ্যই সুন্দরী। টানা চোখ, চোখা নাক- নায়িকা সুলভ চেহারায় আপ্লুত হয়ে যান ভক্তরা। সেই কাজল এবার চমকে দিলেন মেক-আপ বিহীন ছবি দিয়ে ।অভিনেত্রীদের ইনস্টা হ্যান্ডেল যেখানে বিকিনি শ্যুট কিংবা সি-বিচে ছুটি কাটানোর ছবিতে ভরে থাকে, সেখানে কাজল হঠাতপোস্ট করেছেন তাঁর দুটি মেক আপ বিহীন ছবি। হঠাতদেখলে চেনাই যাবে না। রঙ চাপা, মুখ ভর্তি দাগ। চোখ-নাকের তীক্ষ্ণতা চোখে পড়লেও তথাকথিত সৌন্দর্য্য যেন নেই !ছবিগুলির তলায় বার্তাও দিয়েছেন তিনি। একটি ছবির তলায় লিখেছেন, এরকম একটি ছবি পোস্ট করতে অনেকটা সাহস লাগে, আর মেক-আপের একটা আস্ত লেয়ার তুলে ফেলতে হয় ।আর একটি ছবিতে কাজল লিখেছেন, ''মানুষ ধীরে ধীরে নিজেকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমশ আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে দিচ্ছে। শুধু একটা পারফেক্ট চেহারার জন্য সবাই কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন প্রসাধনীতে। আর সব সৌন্দর্য্য তো শুধুই বাইরের। ভিতরটা কী পাল্টে ফেলা যায়? নিজেরা আসলে কতটা সুন্দর সেটার মূল্যায়ন না করলে সব সৌন্দর্য্যই বৃথা।''কাজলই প্রথম নন। কিছুদিন আগে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সোনম কাপুর। যেখানে দেখা যাচ্ছিল কীভাবে মেক আপ করছেন তিনি। কীভাবে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে মুখের সব খুঁত। লিখেছিলেন, ''আমাদেরও কালার কারেকশনের দরকার হয়।'' অর্থাতকেউই যে পারফেক্ট নয়, সেই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি ।এছাড়া সম্প্রতি মালাইকাও একটি আর্মপিটের ছবি পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। যেখানে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে। শিরোনামে উঠে আসেন মালাইকাও।

## কলঙ্ক''-এর ব্যর্থতা সফলভাবে গ্রহণ করতে শিখেছি ঃ করণ জোহর

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ছবি ব্যর্থ হলেও ভেঙে পড়া চলবে না। ব্যর্থতা জীবনে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। আমার মনে হয় না সারাজীবন এই বিষয় নিয়ে ভেবে যাব, ''কলঙ্ক'' প্রসঙ্গে করণ জোহব. । ২০১৯-এ মুক্তি পায় অভিষেক ভার্মান পরিচালিত ''কলঙ্ক''। মুখ্য চরিত্রে দেখা

গিয়েছে বরুণ ধাওয়ান, আলিয়া ভাট, আদিত্য রায় কাপুর, সোনাক্ষী সিনহা, মাধুরী দীক্ষিত এবং সঞ্জয় দত্তকে। ছবি মুক্তির প্রথম দিনে ভালো ব্যবসা করলেও ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। তবে ছবির ব্যর্থতা নিয়ে কলাকুশলীরা কিছু বলতে না চাইলেও তাঁদের চোখে মুখে তা ফুটে উঠেছিল। তবে এবার এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন প্রযোজক করণ জোহর ।তিনি বলেন, আমি এবং আমার পরিচালক অভিষেক ভার্মান একটা জায়গায় বসে এই বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। ছবির কোন জায়গা এলোমেলো লেগেছে সেই নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম। আমি প্রযোজকদের সঙ্গে কথা বলেছি। কারণ, ছবিতে আমি একাই প্রযোজক নই। আমি ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার। করণ জানান, আমার কাছে যখন ''কলঙ্ক'' ব্যর্থ হয়েছে তখন আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি তাই ''কলঙ্ক''-এর কিছু হলে আমার খারাপ তো লাগবেই। তাই ব্যর্থতার দায়িত্ব আমারও ।এরপর তিনি বলেন, ছবি ব্যর্থ হলেও আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি এই জিনিসকে সফলভাবে দেখছি কারণ, এই অভিজ্ঞতা আমাকে বলেছে আর ব্যর্থ না হতে। ছবিতে যারা কাজ করেছেন তাঁরা যত সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কিছু বলব না। তবে একটা জিনিস নিয়ে বসে থাকব না। সেই বিষয়ের ওপর নজর দেব এবং তা বোঝার চেষ্টা করব যেটা আমি এবং পরিচালক করেছিলাম। ছবিতে কোন বিষয়টা গণ্ডগোল লেগেছিল দর্শকদের তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

## বিগ বি এবার অন্ধত্ব দূর করতে নামলেন প্রচারে

মূলত উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি শহর উন্নাও, লখনউ, রায়বরেলি, লখিমপুর খেরি এবং সীতাপুরে অন্ধত্ব দূর করার জন্য প্রচার শুরু করলেন অমিতাভ বচ্চন।। যে ক্যাম্পেনের নাম রাখা হয়েছে ''সি নাও''। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া ও এসএমএসের মাধ্যমে মানুষকে চোখের স্বাস্থ্য, স্থানীয় পরিষেবা এবং কীভাবে তা গ্রহণ করা যাবে সেই বিষয়ে সব তথ্য দেওয়া হবে এই ক্যাম্পেন থেকে ।বিগ বি-র কথায় তিনি নিজেও চশমা পরতে পছন্দ করেন। তাঁর আশা এই প্রচারের মাধ্যমে বাকিরাও চশমা না পরতে উতসাহিত হবেন। তিনি বলেন, 'দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ভারতে খুব সাধারন একটা ঘটনা। চোখের স্বাস্থ্যের বিষয়ে অজ্ঞানতার কারণে মানুষ সহজ ও সাধারন চিকিতসাও করান না। অনেকেই আবার স্থানীয় চক্ষু পরিষেবা কেন্দ্রের খবরও রাখেন না ।এটা সত্যি, সঠিক যত্নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অন্ধত্ব দূর করা সম্ভব।' এই ক্যাম্পেনের জন্য অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে দ্যা ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন এবং এসেলিয়র ভিশন ফাউন্ডেশন নামে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার হয়েই প্রচারে অংশ নেবেন বিগ-বি।

## জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল।

থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়।

যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা টুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ।

এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়।

কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে।

ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন। পত্রিকাটি জানিয়েছে, কম্পিউটারের আলগরিদম মাধ্যমে যখন ইমেল পাঠানো হতো, তখন বেশ কিছু কোম্পানির কর্মীরা সেখান থেকে হাজার হাজার বার্তা পড়েছেন। এডিসন সফটওয়্যার কোম্পানি বলেছে, নতুন একটি সফটওয়্যার ফিচার তৈরি করতে তারা কয়েক হাজার ব্যবহারকারীর ইমেল

## রোবোটিক আর্ম প্রস্তুত

সামনের দিনগুলোতে প্রযুক্তি নির্ভরতা এতোটাই বাড়ছে যে মানুষের কাজগুলো করবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন রোবট। সেই প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে বসে নেই দেশের তরঞ্জণ প্রজন্ম। এই প্রযুক্তির রোবট তৈরি করছে তারা, যা মানুষের কাজ সহজ করার পাশাপাশি সাড়া দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

তথ্যপ্রযুক্তি বড় আসর বেসিস সফট এক্সপোতে এসেছে এমনই একটি রোবট, যাতে যুক্ত হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হওয়া চারদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে 'রোবোটিক আর্ম' নামের রোবটটি ঘিরে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহের শেষ ছিল না।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একদল শিক্ষার্থী এই রোবটটি তৈরি করে নিয়ে এসেছেন প্রদর্শনীতে।

প্রকল্পের টিম লিডার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকটোনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দশম সেমিস্টারের ছাত্র এনায়েত উল্লাহ জুয়েল বলেন, তৃতীয় প্রজন্মের রোবট দিয়ে শুধু নিয়ন্ত্রণ করাযেত। চতুর্থ প্রজন্মের শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে ফিডব্যাক প্রয়োজন। রোবোটিক আর্ম' এ এমন সব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তার কাজে কোনো ওভারলোড হচ্ছে কিনা বা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, সেগুলোর ফিডব্যাক দেবে। এই রোবটটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

রোবটটি ফুড প্রসেসিং, কেমিক্যাল বা ফার্মাসিটিক্যালের মতো শিল্প কারখানায় যেখানে একই কাজ বার বার করা হয় সেখানে ব্যবহার করা যাবে।

প্রদর্শনীতে দেখা যায়, রোবটটি একটি বল তুলছে এবং অন্য জায়গায় রাখছে। আর সেটি পরিচালনা করা হচ্ছে বাটন দিয়ে।

জুয়েল জানান, ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে রোবট নিয়ন্ত্রণ করবে তারা শিক্ষিত না। এজন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাটন ছাড়াও অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। রোবটটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সংযোজনের কাজ চলছে বলে জানানশিক্ষার্থীরা।

রোবট তৈরিতে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অল্প খরচে এই রোবটটি তৈরি করা যাবে। বিদেশ থেকে এমন রোবট কিনতে পরিবহণ খরচসহ দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা খরচ হবে। আর এটি পাওয়া যাবে মাত্র ৬০-৭০ হাজার টাকায়।

প্রদর্শনীতে দেখা যায় রোবটটি এক কেজি ওজনের বস্তু তুলতে পারছে। তবে প্রয়োজন তা বাড়ানো যাবে বলে জানান জুয়েল।

বিশ্ববিদ্যালয়টি ইলেকট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সাইফ আহমেদ কোরায়শী, ইইই বিভাগের দশম সেমিস্টারের তানভীর হোসেন রায়হান, ইইই বিভাগের রাফিউল দশম সেমিস্টারের আজম ফারহাদ এবং কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের ছাত্র সাধন সরকার রোবটটি তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আর তাদের সুপারভাইজর ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান।

সাইফ আহমেদ কোরায়শী বলেন, আমরা যেখানে মেকানিক্যাল কোনো কাজ করতে পারতাম না। এতো বড় একটা জিনিস তৈরি করেছি, আমা শিখছি। আমরা চাই না অন্য দেশের উপর নির্ভরতা। তবে ভালো সাপোর্ট পেলে আরো কাজ করতে পারবো।

## ত্বকের বয়স কমাবে লিচুর মাস্ক

বয়স ত্রিশ পার হলে ত্বকের স্বাভাবিক ইলাস্টিসিটি কমে যায়। আমাদের দেশে আবহাওয়া ও বিভিন্ন কারণে অনেকেই ত্রিশ পার হওয়ার আগেই এই সমস্যায় পড়েন। তবে এটাও ঠিক বয়সকে চাইএগুও ধরে রাখা যায় না।

ত্বকে যেন বয়সের ছাপ না পড়ে তার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন আপনি।

জানেন কি আপনার হাতের কাছেই একটি জিনিস আছে, যা দিয়ে আপনার বয়সকে ৪-৫ বছর কমিয়ে রাখতে পারবেন।এটি একটি ফল, যার নাম লিচু।

যেভাবে ত্বকের বয়স কমাতে লিচুর মাস্ক

লিচুতে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট , ভিটামিন সি, পটাশিয়াম রয়েছে। এরাত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নিশ্চিত করে ত্বকের যৌবন ধরে রাখে।

লিচুর এই উপাদানগুলো কাজ করে মুখেণ শুষ্কভাব দূর করতে, কপালের ভাজ পড়া, ঠোটের চার পাশের বলি রেখা, গলা এবং বুকের পিগমেন্টেশন দূর করতেও ভূমিকা রাখে। ত্বকের তৈলাক্ততা দূর করে বিধায়, লিচু খেলে ব্রণের উপদ্রবও কমে।

লিচু দিয়ে আপনি ফেসিয়াল মাস্কও তৈরি করে নিতে পারেন।

আসুন দেখে নেই মাস্কটি তৈরির প্রণালী

৩ টি লিচুব্রেন্ড করে এর সাথে ২ চা চামচ টক দই এবং ১ চা চামচ আটা যোগ করে মিশিয়ে নিলেই ফেস মাস্ক তৈরি হয়ে যাবে। এরপর এই মাস্কটি সারা মুখে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্কটি চমৎকার ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। সপ্তাহে তিন চারবারএটি ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে নিজেকে ৪-৫ বছর কম বয়সী মনে হতে পারে।

## গ্যালাক্সিতে জন্ম নিচ্ছে নতুন গ্রহ

বিশেষ প্রতিবেদন।। গ্রহ অনুসন্ধানকারী যন্ত্রপাতির সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, আমাদের গ্যালাক্সিতে নতুন একটি গ্রহের জন্ম হচ্ছে।

তারা এ গ্রহের একটি ছবিও ধরতে পেরেছেন। ছবিটিকে শতভাগ সঠিক বলে উল্লেক করেছেন তারা। তবে গ্রহটি এখনও নবজাতক' স্তরে আছে বলে মন্তব্য করেছেন তারা।

বিজ্ঞানীরা ছবিটি প্রকাশ করে বলেছেন, ছবিটির মাঝে কালো যে বৃত্তটি দেখা যাচ্ছে তার ডান পাশের উজ্জ্বল বৃত্তাকার বস্তুতি হচ্ছে নতুন জন্ম নেয়াসেই গ্রহ।

এরচারপাশে গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থের আস্তরণ দেখা যাচ্ছে। গবেষকরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিখুঁতভাবে জানা চেষ্টা করছেন পরিপূর্ণভাবে গ্রহটি বিকশিত হতে কতটা সময় লাগতে পারে।

ধীরে ধীরে এ নক্ষত্রের চারদিকে একটি কক্ষপথও তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। নবজাতক এ গ্রহের চারদিকে সৃষ্ট হওয়া বলয় থেকে এটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ' করছে যাতে একপর্যায়ে এটি পরিপূর্ণ গ্রহের রূপ পেতে পারে।

গ্রহটির নাম দেয়া হয়েছে পিডিএস ৭০ বি। চিলিতে অবস্থিত ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরির বিশাল টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদদের ওই দলটি এ গ্রহের সন্ধান পায়।

সোমবার এস্ট্রোনমি অ্যান্ড এস্ট্রোফিজিক্স জার্নালে দুই ধাপে এই উদ্ভাবনের বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হয়। ম্যাক্স প্ল্যাংক ইন্সটিটিউটের গবেষক এন্ড্রি মুলার বলেছেন, নতুন গ্রহটি আমাদের জানার অনেক পথ খুলে দিয়েছে। যতদূরজানা গেছে। এ গ্রহের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বর্তমানে ১ হাজার ৮৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর ভর আমাদের সৌর জগতের বৃহস্পতির কয়েকগুণ হবে। এটি এর নক্ষত্র থেকে ১৮ লাখ ৬৪ হাজার ১১৩ মাইল দূরে। আমাদের ইউরেনাস থেকে সুর্যের দুরত্বও প্রায় একই।

রাজ্যের প্রবীন সাংবাদিক মণিশঙ্কর চৌধুরীর মৃতদেহ দুর্গাবাড়ি সংলগ্ন শিব মন্দিরে বটবৃক্ষের নিচে উদ্ধার হয় সোমবার। ছবি- নিজস্ব।

# জুনিয়র ডাক্তারদের ১২ দফা দাবির প্রস্তাব মেনে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.) : নবান্নে চলছে মুখ্যমন্ত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদের বৈঠক। বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এত কষ্ট করে নবান্নে আসার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

জুনিয়ার চিকিৎসকরা দাবি তোলেন রোগীর পরিজনদের হাতে গুরুতর আহত ডাক্তার পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে যান। তাদের ১২ দফা দাবিকে এদিন প্রস্তাব বলে তুলে ধরলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোনও জুনিয়র চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা হয়নি। তিনি বলেন, 'তোমরা ছোটছোট ছেলেমেয়ে, তোমার আমাদের ভবিষ্যৎ। কেন কেস করতে যাব তোমাদের বিরুদ্ধে'? তিনি জুনিয়র ডাক্তারদের তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে বলেন।

তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য বলেন, ভয়ের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি। আমরা চেষ্টা করেছি আপনার কাছে পৌঁছতে। কিন্তু আমাদের বার্তা হয়ত আপনার কাছে পৌঁছয়নি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি কাজে ফিরতে চাই। এই অচলাবস্থা চলুক তা কেউই চাই না আমরা। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই কষ্ট পান। অত্যাচারিত হতে হতে আমরাও নিরুপায়।

জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি বলেন, 'আপনাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আপনাদের সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই। আমাদের আর্জি, অনুরোধ এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হলে স্পর্ধা কমে যায় । পরিবহকে দেখতে আসুন। আমাদের কাছে ১২ দফা প্রস্তাব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওরা যদি চায়, তাহলে দেখানো হোক যারা সেদিন জুনিয়র ডাক্তারদের মারধর করল তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি'। স্বাস্থ্যসচিব রাজীব সিনহা বলেন, 'অভিযুক্তদের নাম প্রকাশের কথা বলছে চিকিৎসকরা'। সেসময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কী অ্যাকশন নিয়েছ ? সেটা জানিয়ে দাও ডাক্তারদের। ওদের বিরুদ্ধে স্ট্রং কেস দেওয়া হয়েছে। জামিন মঞ্জুরও হয়নি। ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আন্দোলনরত চিকিৎসকদের কারোর বিরুদ্ধে কোনও কেস হয়নি'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমরা আমাদের ভবিষ্যত। ছোটোছোটো ছেলেমেয়ে কেন মামলা করব' ?

কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা বলেন, '৯০০ পুলিশ দেওয়া হচ্ছে কলকাতার হাসপাতাল গুলোতে '। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একজন নোডাল অফিসারের ব্যবস্থা করে দাও। জেলায় দেখবে জেলা পুলিশ'।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইমারজেন্সির সামনে একটা কলাপসিবল গেট লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। রোগীর দুই পরিজন ছাড়া কাউকে জরুরি বিভাগে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি চাই না এসবে দেরি হোক। আর একটা কথা বলব, কোন রোগী কত অসুস্থ, কোন পেশেন্ট মারা গেছে, এই কথা সবসময় ঠিক ভাবে হয় না। কমিউনিকেশনের অভাব। রোগীর পরিবার এবং চিকিৎসকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সরকারি হাসপাতালে জনসংযোগ আধিকারিক নিয়োগের প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, পাবলিক রিলেশন করার জন্য তিনজনকে রাখা হোক। পেশেন্ট পার্টিকে বোঝানোর জন্য তাঁরা থাকবেন'। এক সপ্তাহের মধ্য চিকিৎসকদের সব দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রাজ্য সরকারের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে বৈঠক শুরু হয় আজ। বিকেল চারটেয় বৈঠক কক্ষে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ঘরে শুরু হল বৈঠক। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও প্রশাসনের পক্ষে রয়েছেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র। মুখ্য সচিব মলয় দে, স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা, এডিজি আইনশৃঙ্খলা জ্যানবন্ত সিং, স্বাস্থ্য সচিব রাজীব সিনহা। আছেন, রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিত কর পুরকায়স্থ, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রয়েছেন প্রবীণ চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ চৌধুরী। অবশেষে জট কাটার ইঙ্গিত দেখা যায় সব মহলে।

## অনন্তনাগ-এ সুরক্ষা বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই, সেনা অফিসার-সহ আহত ৩ জন জওয়ান

শ্রীনগর, ১৭ জুন (হি.স.): সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে পুনরায় তপ্ত হল জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলাউ অনন্তনাগ জেলার আচাবাল এলাকায় বিদূরা গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন আহত হয়েছেন ৩ জন সৈনিকউ তাঁদের মধ্যে একজন সেনা অফিসারও রয়েছেনউ আহত সেনা জওয়ানদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ অনন্তনাগ অভিযান প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, 'গুলির লড়াই চলছেউ এনকাউন্টার শেষ হলেই আরও তথ্য দেওয়া হবে সম্ভব হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় আচাবাল এলাকার বিদূরা গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিদূরা গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ১৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)উ অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরাউ পাল্টা গুলি চালায় সুরক্ষা বাহিনীওউ দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন সেনা অফিসার-সহ মোট ৩ জন সৈনিকউ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছেউ আহত সেনা অফিসারের নাম হল, রাহুল বর্মাউ এর আগে এনকাউন্টারস্থলের কাছ থেকে দু'টি দেহ উদ্ধার করেছিল সেনাবাহিনী এবং স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)উ দেহ গুলি সন্ত্রাসবাদীদের কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

## অত্যধিক গরমে নাজেহাল গয়া বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ

গয়া (বিহার), ১৭ জুন (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত গরমে নাজেহাল বিহারের গয়া, ঔরাঙ্গাবাদ-সহ বেশ কয়েকটি জেলাউ তীব্র দাবদাহে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাউ এমতাবস্থায় কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন গয়া জেলা শাসকউ ১৪৪ নম্বর ধারার অধীনে বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত গয়ায় সরকারি এবং বেসরকারি নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসকউ সরকারি এবং বেসরকারি নির্মাণকাজ ছাড়াও, একশো দিনের কাজ, কোনও রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খোলা জায়গায় জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছেউ তীব্র গরমে এই মুহূর্তে কাহিল বিহারের বিভিন্ন জেলাউ সানস্ট্রোকে ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছেউ মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক বিহারের ঔরাঙ্গাবাদ এবং গয়ায়উ শুধুমাত্র ঔরাঙ্গাবাদ এবং গয়া নয়, নওয়াদা, পাটনা, নালন্দা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া-সহ আরও অনেক জেলাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশিউ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেউ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাড়ির বাইরে বের হতে বারণ করা হয়েছেউ এবার দাবদাহ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন গয়ার জেলাশাসক।

## জুভেনাইল হোম থেকে ৪ পলাতক, বরখাস্ত ২ কর্মী- মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ

মীরাট, ১৭ জুন (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের মীরাটে জুভেনাইল হোম থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দেয় চার অভিযুক্ত। ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে সোমবার সকালে সাসপেন্ড করা হল ওই জুভেনাইলের এক তত্ত্বাবধায়ক ও আরও এক কর্মীকে। রবিবার রাতের ওই ঘটনার পর এদিন ঘটনায় অবিলম্বে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ঘটনায় এদিন বরখাস্ত করা হয়েছে ওই জুভেনাইলের দুই কর্মীকে।

এ ব্যাপারে পুলিশ সূত্রের খবর, বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত চার কিশোর রবিবার রাতে মীরাটের জুভেনাইল হোম থেকে চম্পট দেয়। পুলিশি নিরাপত্তা এড়িয়ে অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওয়ায় কাজে গাফিলতির অভিযোগে এদিন জুভেনাইলের এক তত্ত্বাবধায়ক ও এক কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

## হাওড়া পৌর নিগমে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার বিক্ষোভ-সমাবেশ হঠাতে পুলিশের লাঠি

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.): হাওড়া পৌর নিগমে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার বিক্ষোভ সমাবেশ হঠাতে পুলিশ লাঠি চালায়উ জলকামান ব্যবহার করেউ অভিযোগ, এতে ১০ জন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছে।অবিলম্বে হাওড়া পৌর নিগমের নির্বাচনের দাবিতে ও প্রশাসক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাওড়া সদর ও হাওড়া সদর জেলা মোর্চার পক্ষ থেকে হাওড়া পৌর নিগম দখল অভিযান কর্মসূচি নেওয়া হয়উ মেয়াদ উত্তীর্ণ হাওড়া কর্পোরেশনে অবিলম্বে নির্বাচন করা, বিগত পাঁচ বছরের অডিট রিপোর্ট প্রকাশ, শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহারের সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সহ কর্পোরেশনে ব্যাপক দুর্নীতি, বেআইনি নির্মাণ, পুকুর ভরাট ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিবাদে ছিল এই অভিযানউ

যুব মোর্চার নেত্রী প্রিয়ঙ্কা শর্মা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, 'পুলিশের লাঠি এবং জলকামানে আমাদের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেনউগত ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ হাওড়া পৌর নিগমের নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নির্বাচন না হওয়ায় বর্তমানে ৬৬টি ওয়ার্ডেই কোনও কাউন্সিলর নেই। পৌর এলাকার প্রায় ১৫ লক্ষ নাগরিককে পরিষেবা ও অন্যান্য বিষয়ে শাসকদলের বিধায়ক ও নেতা, কর্মীদের মরজির ওপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অরাজক ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না। হাওড়ার নাগরিকরা নিজেদের নির্বাচিত পৌর বোর্ড চান।'

এদিন 'হাওড়াবাসীর গনতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হল কার স্বার্থে, মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও', 'বরো অফিসগুলো পার্টি অফিসে পরিণত হল কেন, অরূপ রায় জবাব দাও'- এ ধরণের নানা স্লোগান সম্বলিত পোস্টার ছিল বিক্ষোভকারীদের হাতেউ

এর আগে বামফ্রন্টের তরফেও পৌর প্রশাসককে গণডেপুটেশন দেয় হাওড়া জেলা বামফ্রন্ট। সিপিএম নেতা শ্রীদীপ ভট্টাচার্যর অভিযোগ, তৃণমূল নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে। কেবল হাওড়া কর্পোরেশন নয়, সর্বত্র। নির্বাচনে মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলে তৃণমূলের কোথাও টিকে থাকার জায়গা নেই।

## তাপপ্রবাহ থেকে স্বস্তির পূর্বাভাস, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): একটানা তাপপ্রবাহ থেকে একটু স্বস্তির আশ্বাস দিল দিল্লির আবহাওয়া দফতর। সোমবার সকালে মনোরম আবহাওয়াতেই ঘুম ভাঙে দিল্লিবাসীর। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা চলতি মরশুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে হালকা থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দিল্লির আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। সকাল থেকেই দিল্লির আকাশ ছিল মেঘলা।

সরকারিভাবে সফদরজং আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ছিল ৫৪ শতাংশ। রবিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন দিল্লির অধিকাংশ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

## উত্তরপ্রদেশে বিয়েবাড়িতে গুলি ছোঁড়ায় মৃত্যু পাত্রের ভাই

বান্দা, ১৭ জুন (হি.স.) : বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার রাতে উত্তরপ্রদেশের বান্দা শহরের চিঠা পূর্বা গ্রামে। সোমবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের বান্দা শহরের চিঠা পূর্বা গ্রামে রবিবার রাতে একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। যুবকের বয়স ২২ বছর। মৃত যুবক পাত্রের ভাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানটি মার্কা থানার অধীনে অবস্থিত বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। মৃত যুবকের নাম, ছোটু সিং। ছোটু সিং-য়ের মৃত্যু হয় তাঁর এক ভাই বালদাও-র গুলি থেকে। পুলিশ স্টেশন ইন চার্জ জাকির হুসেন এই তথ্য জানিয়েছেন। হুসেন আরও জানিয়েছেন, গুলি ছোঁড়ার পর অভিযুক্ত বালদাও ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। বালদাও-র বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## মহারাষ্ট্রের রিলায়েন্স-র কারখানায় আগুন

মুম্বাই, ১৭ জুন (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড (আরআইএল) -র কারখানায় রবিবার রাতে আগুন লাগে। যদিও হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সোমবার পুলিশের ছয়ের পাতায়

## ম্যানড্রেকের খোঁজে ফের গঙ্গাবক্ষে শুরু হয়েছে তল্লাশি

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.): এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি জাদুকর চঞ্চল লাহিড়ীকেউ রবিবারে হাত-পা বেঁধে নেমে খেলা দেখাবেন বলে গঙ্গায় নেমে নিখোঁজ হয়ে যান তিনিউ ২৪ ঘন্টা কেটে গেলে এখনও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নিউ তাই সোমবার ফের শুরু হয়েছে গঙ্গাবক্ষে তল্লাশি।

রবিবার ম্যাজিক দেখাতে হাত-পা দড়ি আর চেন থেকে মাঝ গঙ্গায় নামেনউ তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও মাজিশিয়ান উঠে আসেননি জল থেকেউ এরপরেই শুরু হয় তল্লাশিউ কাল তাঁকে খুঁজে পাওয়া না গেলে আজ ফের শুরু হয় তল্লাশিউ দুপুর বারোটা নাগাদ এই ম্যাজিক দেখানোর জন্য ম্যানড্রেক ক্রেন নিয়ে চলে আসেন হাওড়া ব্রিজে। দুপুর সাড়ে বারোটার আগেই মিলেনিয়াম পার্কের জেটি থেকে রওনা দেয় জাদুকরের ভাড়া করা লঞ্চটি

লালবাজার সূত্রে খবর, জাদুকর ম্যানড্রেক ওরফে চঞ্চল লাহিড়ী লালবাজারকে একটি চিঠি দিয়ে গঙ্গাবক্ষে তাঁর ম্যাজিক দেখানোর কথা বললেও উ সম্পূর্ণটা জানাননিউ লালবাজারকে দেওয়া চিঠিতে জাদুকর চঞ্চলবাবু একবারও উল্লেখ করেননি যে, তিনি হাত-পা বেঁধে নেমে খেলা দেখাবেন। কী ধরনের খেলা বা ম্যাজিক দেখাবেন তাও উল্লেখ করেননি তিনি। এমনকী, জাদুকরের এতটাই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, সঙ্গে কোনও ডুবুরি রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি। লালবাজারের কর্তাদের মতে, সঙ্গে যদি ডুবুরি অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকত, তবে এভাবে তাঁকে গঙ্গায় তলিয়ে যেতে হত না। কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের অভিযোগ, এর আগেও গঙ্গায় তাঁর ম্যাজিক দেখানো নিয়ে গোলমাল হয়েছে। সেই কারণেই এবার পুলিশকে এড়িয়ে যেতেই অনুমতিপত্রে জানানো হয় দুপুর দেড়টার সময় ম্যাজিক দেখানো হবে। তাঁদের আরও অভিযোগ, একবারও চিঠিতে চঞ্চলবাবু উল্লেখ করেননি যে তিনি গঙ্গায় নেমে খেলা দেখাবেনউ

লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে, কয়েকদিন আগেই লালবাজারে একটি চিঠি পাঠান চঞ্চল লাহিড়ী। সেখানে তিনি নিজেকে জাদুকর ম্যানড্রেক বলে পরিচয় দেন। চিঠিটিতে তিনি লিখেছিলেন, রবিবার দুপুর দেড়টার সময় তিনি 'লঞ্চের উপর একটি জাদু প্রদর্শনী'র আয়োজন করবেন। তার জন্য কোনও টিকিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। জনগণকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানোও হচ্ছে না। শুধু তিনি ও তাঁর ম্যাজিক টিমের কয়েকজন সদস্য লঞ্চে থাকবেন।

পুলিশকে দেড়টার সময় খেলা শুরু হবে বললেও দুপুর বারোটার মধ্যেই তিনি চলে যান হাওড়া ব্রিজে। লালবাজারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সময়ের হেরফের হলে জলপুলিশের লঞ্চের কিছু করার থাকে না। কারণ, মাঝগঙ্গায় যাওয়ার পর লঞ্চের পক্ষে গাড়ির মতো পার্কিং করা সম্ভব হয় না। আর যদি পুলিশকে যেহেতু জানানো হয়নি যে, চঞ্চলবাবু ওরফে জাদুকর ম্যানড্রেক লঞ্চ থেকে গঙ্গায় নেমে হাত-পা দড়ি আর চেন দিয়ে বেঁধে ম্যাজিক দেখাবেন, তাই সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নিউ

এই ঘটনার পর ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে ম্যানড্রেকের সকল মহলে পাঠানো সেই বার্তাউ মূলত হোয়াটসঅ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছিল। তাতে ম্যাজিশিয়ান স্পষ্ট লিখেছেন, এই ম্যাজিক দেখানো হবে সকাল এগারোটায়। অথচ পুলিশকে পাঠানো অনুমতি পত্রে কেন আড়াই ঘন্টা পরের সময়ের উল্লেখ করা হল, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। রবিবার ম্যানড্রেক উত্তর বন্দর থানার পুলিশকে জানান, তাঁর অনুমতি নেওয়া আছে। লালবাজারকে দেওয়া চিঠির কপিও দেখান। তাই পুলিশের পক্ষেও প্রাথমিকভাবে আপত্তি করা হয়নি। ম্যানড্রেককে গঙ্গায় নামিয়ে দেওয়ার পর যাঁরা তাঁকে তোলার জন্য ছিলেন, তাঁদের শরীরে লাইফ জ্যাকেট ছিল কি না, অথবা তাঁদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ ছিল কি না, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

## দুবরাজপুর তৃণমূল শহর সভাপতির দলত্যাগ, বিজেপিতে যাওয়া নিয়ে জল্পনা

দুবরাজপুর, ১৭ জুন (হি. স.) : দলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের মন্তব্যে মর্মাহত এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে দল থেকে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দুবরাজপুর শহর সভাপতি প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। তিনি শুধু দুবরাজপুর শহরের সভাপতি ছিলেন তাই নয়, ছিলেন বক্রেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য এবং তৃণমূল জেলা কমিটির সদস্য।

রবিবার অনুব্রত মণ্ডল দুবরাজপুরে একটি দলীয় সভায় সেখানকার শহর সভাপতিকে গিরগিটি সঙ্গে তুলনা করেন। এমন মন্তব্যে দুবরাজপুরের তৃণমূল সভাপতি প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ব্যথিত বলে জানান তিনি। এরপর তিনি আজ আমাদের সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে দল থেকে সমস্ত রকম পদ, এমনকি সদস্য পদও ত্যাগ করার কথা জানান। শুধু দল ত্যাগ করাই নয়, সাথে সাথে তিনি তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

তিনি জানান, 'মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে আমি এই দল করে আসছি। এই দলের দায়িত্ব কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষের হাতে তুলে দিয়ে দলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল আমার বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই মর্মাহত। আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, অথচ একজন শহর সভাপতি হিসাবে আমার কোনো দিন খোঁজ নেননি। আমাদের যদি তিনি খোঁজ না নেন, তাহলে নিচুতলার দলীয় কর্মীদের তিনি কতটা খোঁজ রাখেন সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

এরপরই তিনি আরও জানান, 'আমি এই মুহূর্তে তৃণমূলের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চিকিৎসার জন্য বাইরে যাচ্ছি। চিকিৎসা করিয়ে এসে ডাক্তাররা যদি রাজনীতি করার সায় দেয় তাহলে আমি বিজেপিতে যোগ দেবো। সমাজকে কলুষমুক্ত করতে আবার রাজনীতিতে নামবো তবে বিজেপির হয়ে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোন বিজেপি নেতৃত্বের সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি।

## গায়ে পোকা নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন এক বৃদ্ধ, প্রসাশনিক হস্তক্ষেপে চিকিৎসার আর্জি স্থানীয়দের

নোদাখালী, ১৭জুন (হি. স.) : গায়ে পোকা, পথের ধারে বসে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধ। শরীর থেকে বের হচ্ছে দুর্গন্ধ। এলাকার মানুষজন, স্কুল পড়ুয়ারা কার্যত এর জেরে ওই রাস্তা দিয়ে পথ চলা বন্ধ করে দিয়েছেন এক প্রকার। এ বিষয়ে বারে বারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবী করলেও নীরব প্রশাসন। স্থানীয় মানুষজন চাইছেন ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নোদাখালী থানার দক্ষিণ বাওয়ালী গ্রামে।

এলাকার রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরেই অজ্ঞাত পরিচয় এক বয়স্ক মহিলা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তার শরীরে দগদগে ঘা হয়েছে। আর সেই ঘা থেকে হয়েছে পোকা। অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। শরীরে পচন ধরার কারণে গা থেকে দুর্গন্ধও বের হচ্ছে। এ বিষয়ে বারে বারে প্রশাসনকে জানালেও কোন লাভ হয় নি। স্থানীয় মানুষের দাবী দ্রুত প্রশাসন ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক।

## চিকিৎসকদের আন্দোলনের বলি ২ শিশু

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স) : চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে ফের শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটল উ সোমবার ঘটনাটি ঘটে মালবাজার মহকুমা হাসপাতালে উ পরিবারের অভিযোগ বিনা চিকিতাসাতেই মৃত্যু হয় শিশুটির উ এই ঘটনায় উত্তেজনা শুরু হয় হাসপাতাল চত্বরে উ যদিও পুলিশি সক্রিয়তায় খুব শিগ্রই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় উ

রবিবার মালবাজার মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয় দিব্যাংশ মালিক নাম এক শিশু উ এক বছরের এই শিশু ওইদিন প্রবল জ্বর নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে উ তার পরিবারের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা হয় ওই খুদেকে । কোনও চিকিৎসকই তার চিকিৎসা করেনি । শিশুর মা এবং মামা বারবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে চিকিৎসা করার অনুরোধ জানিয়েছেন । তবে চিকিৎসকরা আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করবেন না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন শিশুর মা এবং মামাকে ।

সোমবার সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, শিশুটি মারা গিয়েছে । অন্যদিকে পুত্রসন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন পরিজনেরা । উত্তেজনা সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে উ বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভও দেখান রোগীর পরিজনরা । যদিও পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ।

সপ্তাহখানেক ধরে রাজ্যজুড়ে চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে প্রায় স্তব্ধ রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা । তারই মাঝে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে একের পর এক শিশু । সাগর দত্ত, মেদিনীপুর মেডিক্যাল, আরজি করে শিশুমৃত্যুর পর এই তালিকায় নবতম সংযোজন উত্তরবঙ্গ এবং মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ।

## রানি লক্ষ্মীবাঈকে শ্রদ্ধাঞ্জলী রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.) : কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের স্মরণে শ্রদ্ধা জানালেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

সোমবার ফেসবুকে রাহুল গান্ধী লেখেন, বীর বীরাঙ্গানা রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর পূণ্য তিথিতে তাঁর প্রতি শত শত প্রমাণ। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়িকা ঝাঁসির রানিকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী।

১৮২৮ সালের ১৯ নভেম্বরে বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন মণিকর্নিকা, পরে যিনি রানি লক্ষ্মীবাঈ হিসেবে খ্যাত হন। সাহসিকতা এবং বীরত্বের জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তিনি ভারতীয় সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ১৮৪২ সালে ঝাঁসির রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় মণিকর্নিকার। বিয়ের পর মণিকর্নিকার নাম দেওয়া হয় রানি লক্ষ্মীবাঈ। গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু পর ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয় রানির। এরপর ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার প্রথম লড়াইয়ের দেশের অন্য বীরদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন লক্ষ্মীবাঈ। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে গিয়েছিলেন তিনি। ১৭ জুন ১৮৫৮ সালে গোয়ালিওরে রণাঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

# সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের নিরাপত্তা : সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার শুনানি মঙ্গলবার

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.) : সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানি আগামীকাল মঙ্গলবার হবে বলে জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। দেশের নানা প্রান্তেই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা মাঝে মধ্যেই হামলার শিকার হন। নিরাপত্তার অভাব বোধে ব্যাহত হয় পরিষেবা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সরকারি হাসপাতালে বিশেষ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করুক প্রশাসন। এই মর্মেই সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী অলোক শ্রীবাস্তব।গত সোমবার রাতেই এনআরএসে রোগীর পরিবারের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। প্রতিবাদে, হাসপাতালে এসে জুনিয়র ডাক্তারদের মারধর করা হয়। তাতেই মাথায় গভীর আঘাত পান জুনিয়র চিকিৎসক পরিবহ মুখোপাধ্যায়। আক্রান্ত হন আরও বেশ কয়েকজন। এরপরই গত মঙ্গলবার সকাল থেকে সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির ডাক দেন জুনিয়র ডাক্তাররা। অচল হয়ে পড়ে চিকিৎসা পরিষেবা। সরকারি পদক্ষেপের দাবি তুলে আন্দোলনে সামিল হয় দেশব্যাপী চিকিৎসকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন আইএমএ সহ অন্যান্য সংগঠনগুলিও। আজ তাদের ডাকা কর্মবিরতির জেরে ব্যাহত দেশের চিকিৎসা পরিষেবা।ইতিমধ্যেই এনআরএসের ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছেও আর্জি জানিয়েছে আইএমএ। কড়া আইনি পথ খুঁজে বার করার আবেদন করা হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরকে 'সেফ জোন' হিসাবে চিহ্নিত করারও দাবি উঠেছে চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে।

# দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস-মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২৪

জোহানেসবার্গ, ১৭ জুন (হি.স.): বাসের সঙ্গে মিনিবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। নিহত ২৪। রবিবার রাতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার লিম্পোপোর মাফাল্লে ঘটেছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। রবিবার যুব দিবস উদযাপন করে মিনিবাসে করে ফিরছিলেন একদল তরুণ-তরুণী। স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ উল্টোদিক থেকে আসা একটি যাত্রীবোঝাই বাস সজোরে ধাক্কা মারে ওই মিনিবাসটিকে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মিনিবাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ২৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

## বড়মুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

নয়টা নাগাদ বড়মুড়া পাহাড়ে বাঁক নেওয়ার সময় টিআর ০১ জি ২৩১৭ নম্বরের অল্টো গাড়ির সাথে জিজে ০৫ বিজেড ০৫৪৩ নম্বরের পণ্যবাহী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্রাকটি আগরতলা অভিমুখে যাচ্ছিল এবং অল্টো গাড়িটি বিপরীত দিক থেকে আসছিল। পুলিশের বক্তব্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ জানতে পেরেছি অল্টো গাড়িটি প্রচণ্ড গতিতে ছিল। তাই, বাঁক নেওয়ার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। তবে, ট্রাক চালকের বুদ্ধিমত্তায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে অল্টো গাড়িটি। পুলিশ জানিয়েছে, অল্টো গাড়ির চালক এবং একজন যাত্রী আজ অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন। তবে, দুটি গাড়িই আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের কথায়, অল্টো গাড়িটির সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## বৈঠক অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিটি পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আসনে দলীয় প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলের সকল স্তরের নেতা কর্মীদের কোমর বেধে ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি ভগবান দাস, কৈলাসহর মণ্ডল সভাপতি হেমেন্দ্র কুমার দেব, রাজ্য সম্পাদক নীতিশ দে, রাজ্য নেতা রঞ্জন সিন্হা, বিমল কর, বিধান দাস প্রমুখ।

## জরুরী পরিষেবা

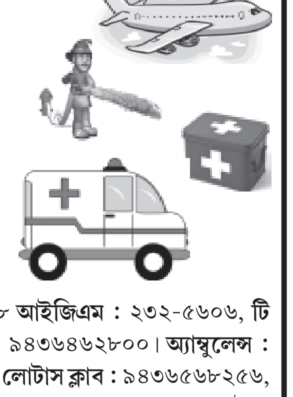

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# কৃষ্ণসার হরিণ মামলায় স্বস্তিতে সলমন - নতুন করে দায়ের হবে না অভিযোগ

যোধপুর, ১৭ জুন (হি. স.) : যোধপুর আদালতে কৃষ্ণসার হরিণ মামলায় স্বস্তি পেলেন সলমন খান। সোমবার যোধপুরের সিজেএএম আদালত বলিউড অভিনেতা সলমনের বিরুদ্ধে মিথ্যে নথি পেশ করার মামলাকে খারিজ করে জানিয়ে দেয় নতুন করে করে আর এই মামলায় অভিযোগ দায়ের করা যাবে না।

কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় জাল নথি পেশ করার অভিযোগে সলমন খানের বিরুদ্ধে জোহরপুরের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। অভিনেতার পক্ষ থেকে জানানো হয় তাঁর অস্ত্রের লাইসেন্সের নথি হারিয়ে গিয়েছে ঊ যদিও লাইসেন্স রিনিউ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সলমনের আইনজীবী পাল্টা বলেছিলেন যে, মিথ্যে নথি পেশ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ১৯৯৮ সালের কৃষ্ণসার হরিণ মামলায় অস্ত্রের লাইসেন্স সংক্রান্ত যে নথি পেশ করেছিলেন সলমন, সেই মামলাতেই এদিন তাঁকে রেহাই দিল যোধপুরের আদালত। এই মামলায় সলমনের আইনজীবী জানান, সলমন যে ভুল নথি দিয়েছেন তা প্রমাণ করতে পারেননি সলমনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আইনজীবী। তাই এ বিষয়ে নতুন কোনও অভিযোগ পত্র আর জমা দেওয়া উচিত নয়। নতুন করে এই মামলায় কোনও অভিযোগ দায়ের হবে না বলে এদিন জানিয়ে দিল সিজেএএম আদালত।

# আইএমএ-র ডাকা চিকিৎসকদের ধর্মঘটে আংশিক প্রভাব কেরলে

কোচি, ১৭ জুন (হি.স.) : ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) ডাকা দেশজোড়া চিকিৎসকদের ধর্মঘটের জেরে আংশিক প্রভাব পড়ল দক্ষিণের রাজ্য কেরলে। সোমবার সকাল ৬টা শুরু হয় ধর্মঘট। চলবে মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত। এই ধর্মঘট থেকে ছাড় দেওয়া হয় বেসরকারি এবং সরকারি হাসপাতালের জরুরী বিভাগ।

এদিন কেরল সরকারের মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই ধর্মঘটকে সমর্থন করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে রাজভবনে সামনে ধরণায় বসবেন। হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করা হোক বলে জানিয়েছেন ধর্মঘটরত চিকিৎসকেরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে এনআরএস কাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা দেশজুড়ে সোমবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)।এই আন্দোলনের সামিল হল দিল্লির একাধিক সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারেরা।

সোমবার দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল, লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল, আরএমএল হাসপাতাল, জিটিবি হাসপাতাল, ড় বাবা সাহেব আম্বডকর হাসপাতাল, সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়েল হাসপাতাল এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসকেরা কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করেন। ওই পুরোপুরি আউটডোর পরিষেবা, রোগীদের অস্ত্রোপচার এবং রোগীদের রুটিন চেকআপ বন্ধ ছিল।

## জুলাই থেকে

আটের পাতার পর

আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিউলি দাস সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচনাকালে বলা হয়, এ-বছর খার্চি উৎসব ও মেলায় পুণ্যার্থীদের জন্য অন্যান্য বছরের ন্যায় যাবতীয় সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে আরক্ষাবাহিনীর বিশেষ নজরদারি, সিসিটিভি, ওয়াচ টাওয়ার, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ এই মেলাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতর বিশেষভাবে উদ্যোগ নেবে বলে স্থির হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ক্যাবল টিভি, এফএম রেডিও এবং সাধারণ বেতারেও খার্চি মেলার বিশেষ প্রচার করা হবে। তাছাড়া, পর্যটন দফতরের উদ্যোগে মেলার দু-দিন ১৩ ও ১৪ জুলাই দেশের খ্যতনামা শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। খার্চি মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে আরও বেশী প্রাণবন্ত করার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্য থেকে সাংস্কৃতিক দলগুলিকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়া মেলায় থাকবে রকমারি খাবারের স্টল।

এদিন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক খার্চি উৎসব ও মেলার সাফল্যে গঠিত সব সাব-কমিটির কর্মকর্তা ও মেলা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের অতিসত্বর নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হতে নির্দেশ দেন। তাঁর মতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেলাচত্বর, পর্যাপ্ত আলো ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি মেলার সাফল্যের জন্য যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলনক্ষেত্র এই মেলার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে প্রশাসন ও মেলার সব অংশের কর্মকর্তাদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী আহ্বান রাখেন। তিনি সাতদিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধনের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব ও সমাপ্তির দিন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানান।

## সভার হিড়িক

আটের পাতার পর

উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক কাজল দাস ও উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি সুব্রত দেব। এদিকে পিয়ারী ছড়া চা বাগানের সিটু সংগঠনের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য এমনকি রানীবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএম দলের উপপ্রধান দিলীপ তেলেঙ্গা, মেম্বার বাসন্তী মুন্ডা ও পুতুলি বাউরী সিপিআইএম দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। অপরদিকে বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি আই এম দলের মেম্বার ও এল সি এম সদস্যরা সিপিএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। সর্বমোট আজকের পৃথক পৃথক তিনটি সমর্থনী সভায় সিপিআইএম দল ত্যাগ করে মোট ৩৬৮ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম দলের বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সিপিআইএম কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান ও মেম্বাররা ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হচ্ছেন তাতে বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলে জুর গুঞ্জন শুরু।

## কারখানায় আগুন

পাচের পাতার পর

তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। রবিবার রাতে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড (আরআইএল) -র কারখানায় আগুন লাগে। এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়-ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। রিলায়েন্সের রায়গড়ে পাতালগঙ্গা রাসায়নির কারখানায় রবিবার রাতে আগুন লাগে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই কারখানার একটি ইউনিট সম্প্রতি সদ্য চালু হয়েছে বলে জানিয়েছে এক পুলিশ আধিকারিক। তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই ইউনিটে কেমিক্যাল সঞ্চয় করে রাখা ছিল সেখান থেকেই আগুন লাগে। দমকলের চারটি ইঞ্জিনের এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনায় কোনও হতাহতের রিপোর্ট পুলিশ পায়নি বলে জানা গিয়েছে।

## কোচবিহারে

তিনের পাতার পর

পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে বলেও কোনো লাভ হয়নি। সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ চলবে বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

# আগরতলা শহরে ফুটপাতে অবাধে চলেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় সামগ্রী বিক্রির ধুম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।।** রাজধানী আগরতলা শহরে ফুটপাতে অবাধে চলেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়, আইসক্রীম সহ অন্যান্য সামগ্রী বিক্রির ধুম। এসব পান করে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সোমবার রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এক আইসক্রীম বিক্রেতাকে মেয়াদ উত্তীর্ণ কলকি আইসক্রীম বিক্রির দায়ে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন ক্ষুব্ধ জনতা। দাবদাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ঠান্ডা পানীয় ও আইসক্রীম খাওয়ার প্রবণতা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের অসাধু ব্যবসায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে। অনেকেই কোন কিছু না জেনে এসব জিনিস খাচ্ছেন। তাতে পেটের রোগ সহ নানা রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। ফুটপাতে এসব মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী দেদার বিক্রি হলেও কেউ তার খোঁজখবর রাখেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিসপত্র বিক্রি করা হচ্ছে। সোমবার মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা কলকি আইসক্রীম ও ঠান্ডা পানীয় বিক্রি করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে এক বিক্রেতা। ঘটনা রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। এখানে প্রতিদিন ব্যাপক সংখ্যায় পর্যটকের সমাগম ঘটে। ফলে ফুটপাতের এসব দোকানে বেশ বিক্রিও হয়। তারা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রীও বাজারজাত করে চলছে। এক কিশোরী ঠান্ডা পানীয় ও আইসক্রীম খেতে গিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রীর হদিশ পায়। তখনই সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। ছুটে আসেন আশপাশ এলাকার লোকজনও। ঘটনার সত্যতা প্রত্যক্ষ করে ওই মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রেতাকে উত্তমমধ্যম দিতে শুরু করেন উপস্থিত লোকজনরা। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফুটপাত সহ বিভিন্ন দোকানপাটে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বিক্রি বন্ধ করতে খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়মিত তল্লাশি চালানো খুবই জরুরি। কিন্তু কর্মী স্বল্পতার অজুহাত দেখিয়ে কেউই এসব বিষয়ে কোনও ধরনের খোঁজখবর নিচ্ছেন না। সেই সুযোগকে বেছে নিচ্ছে অসাধুরা।

# মহিলা সাংবাদিককে জুনিয়র ডাক্তারদের হেনস্থা করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.) : কর্তব্যরত এক মহিলা সাংবাদিককে জুনিয়র ডাক্তারদের হেনস্থা করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা দেখা দেয়ঊ অভিযোগ, এনডিটিভি-র এক বরিষ্ঠ সাংবাদিককে এ দিন এনআরএস হাসপাতালে হেনস্থা করা হয়ঊ চিকিতক এবং ছাত্র সংগঠনের তরফে অবশ্য অঙ্কুরেই এ ব্যাপারে মতানৈক্য মিটিয়ে ফেলার আবেদন করা হচ্ছেঊ

এদিন কিছু সাংবাদিক এনআরএস হাসপাতালে গেলে কিছু জুনিয়র ডাক্তার নানা আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগঊ এ নিয়ে দুপক্ষে বাগবিতণ্ডা তৈরী হয়ঊ অভিযোগ, এক মহিলা সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে তাঁকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা হয়ঊ বেলা পৌনে দুটো নাগাদ সাংবাদিকদের একটি গ্রুপে ওই মহিলা সাংবাদিক আহত হয়েছেন বলে খবর পোস্ট করা হয়ঊ ক্রমে এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েঊ আড়াইটের পর ওই সাংবাদিক হোয়াটসএপ গ্রুপের পোস্টে জানান, "কিছু চিকিতক, আন্দোলনকারী সাংবাদিকদের সম্পর্কে বিনা কারণে এমন সব মন্তব্য করছিল যে তার প্রতিবাদ করিঊ এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, উত্তেজনা ছড়ানোর দায়ে এক জুনিয়র ডাক্তারকে আন্দোলনকারীরা আমাদের সামনে এনে দুঃখ প্রকাশ করেনঊ"বস্তুত চিকিতক আন্দোলন নিয়ে কিছু প্রচারমাধ্যমে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রচার হচ্ছে বলে জুনিয়র ডাক্তাররা গত কদিন ধরে অভিযোগ করছিলেনঊ এ দিয়ে দুপক্ষের ফেসবুকে দোষারোপ চলছিলঊ সোমবার সর্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "দুটি পেশায় সম্মানের এবং দায়িত্বেরঊ এ কথা মাথায় রেখে মন্তব্য করতে হবে দু' পক্ষকেইঊ এক্তিয়ার বহির্ভূত কথা কারও না বলাই উচিতঊ" ডিএসও-র সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি বিপ্লব চন্দ্র 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "দুটি পেশার মধ্যে এ রকম পরিস্থিতি তৈরী হওয়া একেবারেই কাঙ্খিত নয়ঊ মতপার্থক্য থাকতেই পারেঊ কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধানসূত্র খুঁজতে হবেঊ ।এসএফআইয়ের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি প্র্তিকুর রহমান আজ এই প্রতিবেদককে বলেন, "এই গোটা অবস্থার জন্য রাজ্য সরকারই দায়ীঊ কখনও ডাক্তার বনাম রোগী, কখনও ডাক্তার বনাম সাংবাদিক, কখনও অন্যভাবে মূল বিষয়টি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

## শপথ নিলেন

● প্রথম পাতার পর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরি, রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া শপথ গ্রহণ করেন। এদিন শপথ গ্রহণ করেছেন কেরলের কংগ্রেস সাংসদ সুরেশ কোডিকুন্নিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ভাতিন্দা থেকে শিরোমণি আকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কাউর বাদল, উত্তর প্রদেশের আমেঠি থেকে বিজেপি সাংসদ স্মৃতি জুবিন ইরানি। অন্যদিকে, শপথ গ্রহণের জন্য দিল্লি পৌঁছেছেন বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য, সানি দেওল এবং রবি কিষাণ। বিহারের ঐতিহ্যপূর্ণ মধুবনি কাজের উত্তরীয় ও টুপি পড়ে এসেছেন মধুবনির বিজেপি সাংসদ ড় অশোক কুমার যাদব। এদিন সংস্কৃত ভাষায় শপথ গ্রহণ করলেন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধন এবং ডোগরি ভাষায় শপথ গ্রহণ করলেন বিজেপি সাংসদ ড় জিতেন্দ্র সিং। বাবা কমল নাথের সঙ্গে এসেছেন ছিন্দওয়াড়ার সাংসদ নকুল নাথ।

## চিকিৎসকরা

● প্রথম পাতার পর

ডাক্তারদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করুন।'

পাশাপাশি সোমবার নবান্নে কোনও ঘটনা ঘটলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই কার্যত ধর্মঘট তোলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন নবান্নের বৈঠকে হাজির জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়ে দিয়েছিলেন, ধর্মঘট উঠে গেলেই বিক্ষোভাকারীদের দাবি মতো তিনি আহত চিকিৎসক পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। আমি খুশি আমার জুনিয়র ডাক্তাররা এসেছেন। জুনিয়র ডাক্তার ছাড়া সিনিয়র ডাক্তাররা সমস্যা পড়ি। আমরাও সমস্যায় পড়ি। ভালো থাকুন'।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে দিকে নজর রাখব আমরা। আর যদি ঘটেও থাকে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও নিগ্রহের হাত থেকে চিকিৎসকদের বাঁচাতে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন তাঁর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। গোটা রাজ্যের জন্য একটি জরুরিভিত্তিক নম্বর এবং ই-মেল আইডি চালু করতে ডিজি বীরেন্দ্রকে নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি তোলেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিশ পদক্ষেপ না করলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। তাতে সম্মতি জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিরা।

সেখানে যাবতীয় দাবি, দাওয়া অভিযোগ, অনুযোগ যোগ তুলে ধরেন তাঁরা। তা নিয়ে সদর্থক আলোচনা এবং মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পর কর্মবিরতি প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সরকারি হাসপাতালে চিকিতকদের নিরাপত্তা সহ ১২ দফা দাবি নিয়ে সোমবার নবান্নে যায় ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল। শুরুতে বিকেল ৩টেয় আলোচনা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নানান জটিলতা, টানাপড়েন মিটিয়ে তা শুরু হয় ঘণ্টাখানেক দেরিতে। সেখানে একে একে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবি জানান জুনিয়র ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। ডাক্তারকে ভগবানের মতো মানি। তোমাদের দাবিটা সঠিক। আমি নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি। আমি তো সব করতে পারি না। সেটা প্রয়োগ করতে হবে। এরকম ঘটনা যেন না ঘটে দেখতে হবে। আর ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। তোমরা যা বললে সব করব। আমরা বাচ্চা ভাইটি ভালো হয়ে উঠুক। তোমরা করছ না বলে দেখতে যেতে পারছি না। আন্দোলনকারীদের তরফে একজন বলেন, 'আমরা কারও পদবি দেখে চিকিৎসা করি না'। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করবে না। করাটা উচিত নয়'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডাক্তারকে আমরা ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করি। আজ অনেক লোক সত্যিই সমস্যায় পড়েছে। পুলিশকেও বলব ব্যবস্থা নিন। সব পাবলিক খারাপ, সব পেশেন্ট খারাপ ঠিক নয়। চিকিৎসক, ডাক্তার, ইন্টার্নদের নিয়ে আমরা সবকিছু দেখবে। যদি কিছু ঘটে সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হবে'।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রাজ্য সরকারের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারের সঙ্গে বৈঠক হয় আজ। বিকেল চারটেয় বৈঠক কক্ষে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ঘরে শুরু হয় বৈঠক। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও প্রশাসনের পক্ষে ছিলেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র। মুখ্য সচিব মলয় দে, স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা, এডিজি আইনশৃঙ্খলা জ্যানবন্ত সিং, স্বাস্থ্য সচিব রাজীব সিনহা। ছিলেন, রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিত কর পুরকায়স্থ, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ছিলেন প্রবীণ চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ চৌধুরী। অবশেষে জট কাটায় স্বস্তির নিশ্বাস দেখা যায় সব মহলে।

## বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে এক ট্যুইটবার্তায় রাজনাথ সিং লেখেন অমিত শাহের নেতৃত্বে বহু নির্বাচন জিতেছে বিজেপি।

## আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

ধলাই জেলা সভাপতি প্রেমসাধন ত্রিপুরার ওপর আক্রমণ চালিয়েছে বিজেপি। তিনি বলেন, গত ১৪ জুন রাতে প্রেমসাধন ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা করে থেমে যাননি বিজেপি কর্মীরা। পরের দিন পুণরায় তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করেছেন বিজেপি কর্মীরা। তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, বিজেপি কর্মীরা প্রেমসাধন ত্রিপুরার বাড়িতে ওইদিন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে তার বাড়ি ও একটি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে। তিনি আরও জানান, আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক জীবনজয় রিয়াং, দলীয় কর্মী কৃপাজয় রিয়াং, উত্তম মগ, হেরেন্দ্র ত্রিপুরা তিজেন্দ্র ত্রিপুরা এবং বিশ্বজয় ত্রিপুরা বিজেপি-কর্মীদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর দাবি, গত ১৫ এবং ১৬ জুন বিজেপির আক্রমণে ১৬ জন আইপিএফটি কর্মী সমর্থকদের আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তিনি জানিয়েছেন।

মঙ্গল দেববর্মার বক্তব্য, বিজেপি-র এই আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। মন্ত্রিসভার দুই সদস্য আইপিএফটি-র এনসি দেববর্মা এবং মেবারকুমার জমাতিয়া ও ছয় বিধায়ক বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে এই পরিস্থিতি নিয়ে শীঘ্রই বৈঠক করবেন। তাতে সুরাহা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাই, জোট ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, জানালেন তিনি।

## ফটিকরায়ে

● প্রথম পাতার পর

অন্তর্গত লালজুরি গ্রামের ৯ বছরের এক শিশুকণ্যা রবিবার দুপুরে তার বাড়ীর পাশে দাদুর বাড়ীতে নেমতন্ন খেতে যায়। নিজ ঘরে ফিরার পথে শিশু কর্ণার একাকিত্বের সুযোগে রাস্তায় পেয়ে গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলের জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় মশাউলি গ্রামের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতিশ দাশের গুনধর পুত্র ২৩ বর্ষীয় রাজেশ দাস ওরফে শঙ্কু। তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করে শিশু কণ্যাটির উপর, এমনটা ধর্ষিতা শিশু কন্যা ও তার পরিবারের অভিযোগ।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মেয়ের এক নিকটআত্মীয় ঐ জায়গায় গেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত এমনটাই অভিযোগ করে ধর্ষিতা শিশুকণ্যা।এদিকে ঘটনার সত্যতা তুলে ধরে ধর্ষিতা শিশুকন্যার বাবা জানান,ঘটনার খবর পেয়ে উনারা মেয়েকে নিয়ে পাশ্ববর্তী কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালে গেলে প্রাথমিক তদন্তে চিকিৎসক ঘটনার সত্যতা খুজে পান এবং পরে অভিযুক্তে রাজেশ দাস ওরফে শঙ্কুর বিরুদ্ধে ফটিকরায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অপরদিকে অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আই পি সি ৩৪১/৩৭৬ এবি পস্কো আইনে মামলা রজু করে অভিযুক্তের খোঁজে রবিবার থেকেই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ বলে জানিয়েছেন ফটিকরায় থানার সেকেণ্ড ওসি মরন চন্দ্র দাস। পাশাপাশি ধর্ষিতা শিশুকন্যার পরিবার এবং এলাকাবাসীর তরফ থেকে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি ক্রমশ জোরালো হলেও ঘটনার ২৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হবার পরও অভিযুক্তকে জালে তুলতে ব্যার্থ ফটিকরায় থানার নিষ্কর্মা পুলিশ কর্তারা।

এদিকে অভিযুক্ত যুবক নব্য বিজেপিতে নাম লেখিয়েছে বলে খবর, আর এর ফলেই কি কোন রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়ে পুলিশ অভিযুক্তকে ধরতে বিলম্ব করছে?উঠছে নানা মহলে প্রশ্ন।

যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে কোন রাজনৈতিক রং না দেখে এই ধরনের নরপিচাশদের কঠোর শাস্তি হওয়াটা কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিপূর্ন নাহলে এই ধরনের ঘটনার হ্রাস টানা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। তবে গোটা কুমারঘাট জুড়ে জোর গুঞ্জন উঠেছে যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর সিপিআইএম দলের কিছু দালালরা বিজেপি দলে যোগদান করে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটা ষড়যন্ত্র করছে।অভিযুক্ত রাজেশ দাস ওরফে শঙ্কুর বিরুদ্ধে এর পূর্বেও নানা অভিযোগ ছিল।এখন দেখার বিষয় ফটিকরায় থানার পুলিশ অভিযুক্ত রাজেশ দাস ওরফে শঙ্কুকে কবে নাগাদ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। নাকি অভিযুক্তকে বগলদাবা দিয়ে দায় সারবে পুলিশ?সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

## কর্মবিরতি

● প্রথম পাতার পর

আজ সকালে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে নিজে রোগী পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখেছেন। সেই সঙ্গে তিনি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান রাখেন, তাঁরা যেন রোগীদের সমস্যার কথা চিন্তা করে অস্থায়ী বহির্বিভাগ গড়ে রোগী-পরিষেবায় উদ্যোগী হন। তাঁর এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য ডাক্তাররা সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেন। এতে বহু রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।

বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস আজ আগরতলা মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের পাশাপাশি আইজিএম হাসপাতাল এবং রিজিওনাল ক্যানসার হাসপাতালে গিয়েও রোগীদের দেখেছন। তিনি-সহ হাসপাতালেও অন্যান্য ডাক্তারদের অনুপ্রাণিত করেন রোগী দেখার জন্য। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, আগে আমি এই পেশাতেই ছিলাম। এখন আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাই তাঁদের সমস্যার কথা বুঝি। তিনি আরও বলেন, ডাক্তাররা সবসময় রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করতে চান এবং তা করেও থাকেন। তবে এটা ঠিক, মাঝে-মধ্যে দু-একটি রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তবে ডাক্তাররা কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও রোগীর চিকিৎসায় গাফিলতি করেন না। তাই বলে তাঁদের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ কখনও কাম্য নয়। ডাক্তাকরা তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই করবিরতি পালন করছেন। তাঁদের দিকও মানবিকভাবে দেখা উচিত।

তবে এদিন ডাক্তাররা কর্মবিরতির কথা বললেও যেভাবে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করে বহির্বিভাগের বাইরে অস্থায়ীভাবে চিকিৎসা দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য বলেও দাবি করেন বড়জলার বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস।

# নেইমারকে বিক্রি করতে পারে পিএসজি, ফরাসি গণমাধ্যমে খবর

লন্ডন।।পিএসজি নেইমারকে বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর দিয়েছে ফরাসি গণমাধ্যম। ক্লাবটির সিইও নাসের আল-খেলাইফি খেলোয়াড়দের দায়িত্বহীন আচরণ আর সহ্য করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর এই খবর এল। ২০১৭ সালের অগাস্টে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা থেকে লিগ ওয়ানের দল পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার।

চোট আর নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০১৮-১৯ মৌসুমের বড় একটা অংশ পিএসজির হয়ে খেলতে পারেননি নেইমার। লিগে মাত্র ১৭ ম্যাচ খেলেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড; গোল করেন ১৫টি।

ফ্রান্সের লেকিপ পত্রিকা রোববার তাদের প্রতিবেদনে জানায়, আসন্ন দলবদলের সময় যদি পিএসজি খুব বড় অঙ্কের কোনো প্রস্তাব পায়, তাহলে ২৭ বছর বয়সী নেইমারকে বিক্রি করে দেওয়ার বিষয়টি তারা বিবেচনা করবে।

পিএসজিতে ঠিকঠাক থিতু হতে না পারা নিয়ে অসন্তোষ এবং ফ্রান্সে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কথা আগেই ঘণিষ্ঠজনদের বলেছিলেন নেইমার।

কদিন আগে নেইমারের বিরুদ্ধে আবার উঠেছে ধর্ষণের অভিযোগ। ব্রাজিল তারকা অবশ্য অন্যায় কিছু করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

পিএসজির চেয়ারম্যান ও সিইও অল-খেলাইফি দলের খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ে কড়া কথা করেন। ফ্রেঞ্চ ফুটবলকে তিনি বলেন, ''আগের চেয়ে খেলোয়াড়দেরকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।'' ''তাদের আরও বেশি (কাজ) করতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। মজা করার জন্য তারা এখানে আসেনি।''

''যদি তারা এতে রাজি না হয়, তাহলে দরজা খোলা-বিদায়! আমি আর কোনো তারকাসুলভ আচরণ চাই না।''

লিগ ওয়ানের শিরোপা জিতলেও পিএসজি গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে ছিটকে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হেরে। ফ্রান্সের ঘরোয়া ফুটবলের অন্য দুই টুর্নামেন্ট ফরাসি কাপ ও ফরাসি লিগ কাপেও সাফল্য পায়নি টমাস টুখেলের দল।

# দাপুটে জয়ে কোপা আমেরিকা শুরু উরুগুয়ের

লন্ডন।। দারুণ আক্রমণাত্মক ফুটবলে কোপা আমেরিকায় শুভসূচনা করেছে উরুগুয়ে। লুইস সুয়ারেস ও এদিনসন কাভানিদের নৈপুণ্যে একুয়েডরকে উড়িয়ে দিয়েছে প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি। বেলো হরিজন্তে বাংলাদেশ সময় সোমবার ভোরে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ৪-০ গোলে জেতে উরুগুয়ে। নিকোলাস লোদেইরোর গোলে দলটি এগিয়ে যাওয়ার পর বিরতির আগে আরও দুই গোল করেন কাভানি ও সুয়ারেস, অপর গোলটি আত্মঘাতী। লোদেইরোর অসাধারণ নৈপুণ্যে ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। ডান দিক থেকে সুয়ারেসের বাড়ানো ক্রসে বল লোদেইরোর ঊরুতে লেগে প্রতিপক্ষের পায়ে যাচ্ছিল, বল শূন্যে থাকা অবস্থায় ডান পা দিয়ে ডি-বক্সের ভিতরে বাড়িয়ে বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে গোলটি করেন এই মিডফিল্ডার। ২৪তম মিনিটে আরেকটি ধাক্কা খায় একুয়েডর। লোদেইরোকে বাজেভাবে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন দলটির মিডফিল্ডার কিনতেরো।ণ এর আট মিনিট পর ডান দিক থেকে দিয়েগো গদিনের উঁচু করে বাড়ানো বল পেয়ে বাইসাইকেল কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পিএসজি ফরোয়ার্ড কাভানি। আর বিরতির খানিক আগে আলগা বল ছোট ডি-বক্সে পেয়ে জালে ঠেলে স্কোরলাইন ৩-০ করেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড সুয়ারেস। এক জন কম নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি একুয়েডর। উল্টো ৭৮তম মিনিটে বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালে ঠেলে দেন ডিফেন্ডার আর্তুরো মিনা। বড় জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করার আনন্দে মাঠ ছাড়ে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

# কুর্তা-পাঞ্জামা পরে শপথ নিলেন গৌতম গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.) : কুর্তা-পাঞ্জামা পরে সোমবার লোকসভায় নবনির্বাচিত সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। এদিন সংসদের নিম্নকক্ষে ইংরেজিতে শপথবাক্য পাঠ করেন তিনি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রটেম স্পিকার প্রটেম স্পিকার বীরেন্দ্র কুমার। লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব দিল্লির থেকে বিজেপির হয়ে লড়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। প্রায় তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার। রাজনীতিতে নেমে কংগ্রেস প্রার্থী অরবিন্দর সিং লাভলী এবং আম আদমি পার্টির অতিশি মারলীনা হারিয়ে বাজিমাৎ করেন তিনি। নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে সম্মানহানি করার অভিযোগ তুলেছিলেন অতিশি মারলীনা। ক্রিকেট মাঠে দেশের হয়ে ১৪৭ একদিনের ম্যাচ, ৫৮ টেস্ট, ৩৭ টি-২০ খেলেছেন গৌতম গম্ভীর। ২০১১ সালের বিশ্বকাপে তাঁর স্মরণীয় ইনিংসের জন্য আজও জনপ্রিয় তিনি। এদিন হিন্দি থেকে কন্নড়, কোঙ্কানি, মৈথিলি এমন সংস্কৃত ভাষায় নবনির্বাচিত সাংসদেরা শপথ নেন। লোকসভার প্রধান সচিব জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে পাওয়া নবনির্বাচিত সাংসদদের তালিকা থেকে নাম পড়বেন, এরপর একে একে সাংসদেরা এসে শপথ নেন। শপথ নেওয়ার পর অধিবেশন কক্ষের নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসবেন সাংসদেরা। উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল আসন পেয়েছে বিজেপি। একাই ৩০৩টি আসন পেয়েছে গেরুয়া শিবির। উত্তরপ্রদেশের বহুজন সমাজ পার্টি পেয়েছে ১০টি, সমাজবাদী পার্টির ঝুলিতে গিয়েছে ৫টি আসন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ২২ আসন।

**"NOTICE INVITING TENDER"**

Tender in sealed cover superscribed as "Tender for transportation of Agri. Inputs like Fertilizer, P.P. Chemicals, Seeds and others Agri. Implements etc." are invited on behalf of Govt. of Tripura from the bonafied, resourceful transport contractors of Indian National having experience & financial stability for internal carrying of Agri. Inputs for transportation from different Agri. Go-down to different Agri. Sub-Seeds Store, farm, orchard under Bagafa Agri. Sub-Division during the year 2019-20. The tenderers should quote rate both in figures and words in the prescribed Tender Form, which may be available from the office of the Undersigned during the office hour on any working day up to 48 hours before the schedule time & date of dropping tender.

The sealed tender will be received in the office of the Undersigned, from 10.00 A.M. To 3.00 P.M. on 03/07/2019 and tender will be opened on the same day at 4.00 P.M. if possible.

ICA/C-367/2019-20

**Supdt. of Agriculture,
Bagafa, South Tripura**

# পাক অধিনায়ক সরফরাজকে নজিরবিহীন আক্রমণ প্রাক্তন স্পিডস্টার শোয়েব আখতার-র

করাচি, ১৭ জুন (হি.স.) : বিশ্বকাপের আসরে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পর অধিনায়ক সরফরাজকে নজিরবিহীন আক্রমণ করে বসলেন দেশের প্রাক্তন স্পিডস্টার শোয়েব আখতার। পাক দলনায়কের অধিনায়কত্বকে 'মস্তিষ্কহীন' বলে খোঁচা দিলেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। একইসঙ্গে দেশের ক্রিকেট ম্যানেজমেন্টকে 'অপদার্থ' আখ্যা দিয়ে বিস্ফোরক আখতার।

ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের মঞ্চে হারের ধারা অব্যাহত পাকিস্তানের। রবিবাসরীয় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ৮৯ রানে হারের পর ক্ষোভের আগুন

জ্বলছে পাক ক্রিকেট অনুরাগীদের মধ্যে। দলকে সমালোচনায় বিদ্ধ করতে ছাড়ছেন না প্রাক্তন পাক ক্রিকেটাররাও।

রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মেগা ম্যাচে টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। 'হিটম্যান' রোহিত শর্মার ১১৩ বলে ধ্রুপদী ১৪০ রানকে প্ল্যাটফর্ম করে ৫০ ওভারে ৩৩৬ রানের শিখরে পৌঁছে যায় টিম ইন্ডিয়া। বৃষ্টির কারণে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে পাকিস্তানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪০ ওভারে ৩০২ রান। জবাবে ৬ উইকেট হারিয়ে মাত্র ২১২ রান তুলতে সমর্থ হয় পাকিস্তান।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের বাইশ গজে টস জিতে সরফরাজের প্রথমে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত মোটেই মেনে নিতে পারেননি রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। এপ্রসঙ্গে বছরদু'য়েক আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রসঙ্গ টেনে আনেন আখতার। তাঁর কথায় সেবার ফাইনালে টস জিতে যে ভুলটা করেছিলেন ভারত অধিনায়ক কোহলি, সেই একই ভুলটা এদিন করে বসল সরফরাজ। তবে শুধু অধিনায়ক সরফরাজ নন, শোয়েবের খোঁচা থেকে বাদ যাননি পাক বোলাররাও।

বোলারদের একহাত নিয়ে প্রাক্তন তারকা পেসার জানান, পরিকল্পনাহীন বোলিং সেইসঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত লাইন-লেংথে দলকে ডুবিয়েছে বোলাররা। হাসান আলিকে নিয়ে বলতে গিয়ে শোয়েব জানান, ওর বলে গতিও যথেষ্ট নেই সেইসঙ্গে লেংথের অভাব। আখতার সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন সবচেয়ে সফল বোলার মহম্মদ আমেরকেও। তাঁর মতে, তিন উইকেট নিলেও আমের কখনোই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা খুব সহজেই আমেরের মোকাবিলা করেছেন বলে মনে করেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। একইসঙ্গে শোয়েবের কথায়, গ্রুপ পর্বে আর চারটি ম্যাচ বাকি রয়েছে পাকিস্তানের। এখান থেকে আর একটি ম্যাচ হারলেই বিদায় নিশ্চিত পাকিস্তানের।আগামী ২৩ জুন লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে '৯২ বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

## হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট : টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী ম্যাচে অনিশ্চিত ভুবনেশ্বর কুমার

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জুন (হি.স.) : শিখর ধাওয়ানের পর এবার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়ে টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী কয়েকটি ম্যাচে অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন পেসার ভুবনেশ্বর কুমার।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পাকিস্তান ইনিংসের পঞ্চম ওভারের মাথায় বল করার সময় ডেলিভারির ঠিক আগের মুহর্তে পপিং ক্রিজে পা পিছলে যায় ভুবনেশ্বরের। হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করায় ম্যাচে আর বল করেননি তিনি। তৎক্ষণাৎ তিনি মাঠ ছাড়েন। প্রথম দু'টি ম্যাচে সাকুল্যে ৫টি উইকেট নেওয়া ভুবি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২.৪ ওভার বল করে কোনও উইকেট তুলতে না পারলেও মোটে ৮ রান খরচ করেন।

আপাতত পাক ম্যাচে বিজয় শঙ্কর ভুবনেশ্বরের অভাব ঢেকে দিলেও বাকি টুর্নামেন্টে তাঁকে নিয়ে অনিশ্চয়তার একটা বাতাবরন তৈরি হল। ম্যাচের শেষে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ইঙ্গিত দিলেন যে, সম্ভবত বিশ্বকাপে টিম ইম ইন্ডিয়ার পরবর্তী দু-তিনটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না ভুবি।

**NOTICE INVITING TENDER**

Tender for selection of vendor for District wise "Soil Sample Registration ,
Uploading of analysis data , Soil Health Card Generation and Colour Printing of Soil Health Card.

State Agriculture Research Station, Department of Agriculture and Farmer Welfare ,Tripura invite NIT from qualified, reputed and experienced Computer /IT based Firms/ agencies having at least 1 (one) year experience in the field of uploading, generation & printing of Soil Health Card for selection of Vendor for District wise "Soil Sample Registration , Uploading of analysis data, Soil Health Card Generation and Colour Printing of Soil Health Card in Tripura." during 2019-20. The selected agencies shall perform Soil Sample Registration, Uploading of analysis data, Soil Health Card Generation and Colour Printing of Soil Health Card. The detailed eligibility criteria and terms & Conditions at Annexure-I and Format for Financial proposal/ bid at Annexure-II & can be downloaded from agri.tripura.gov.in. Interested Computer /IT based Firms/ agencies ma submit their response to this office latest by -25/06/2019 till 03:00 pm.

**(Dr. P.B. 3amatia)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
A.D.Nagar, Agartala.**

ICA/C-356/2019-20

**ড.বিআর আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কারের জন্য আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি :**

তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিপুরায় স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী যে সকল মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী ২০১৮ ইং সনে কোন স্বীকৃত বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক পরীক্ষায় গড় (Average) নম্বরের ভিত্তিতে কম পক্ষে মোট ৬০ শতাংশ নম্বর পাইয়া (সকল বিষয়ে অবশ্যই পাশ করিতে হইবে ) ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি পরস্কার প্রদান করা হইবে। কেবল মাত্র নিম্নে বর্ণিত শ্রেণী ভুক্ত তপশিলী জাতি ছাত্র/ছাত্রীরা নিম্ন হারে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ক) যাহারা ৬ষ্ঠ ,৭ম ও ৮ম শ্রেণী হইতে পরবর্তী শ্রেণীতে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে ৪০০/- টাকা হারে এবং যাহারা নবম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীতে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে ৭০০/- টাকা হারে পুরস্কার প্রদান করা হইবে এবং তার সঙ্গে প্রসংসা পত্র দেওয়া হইবে।

খ) এছাড়া ও যে সকল তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রী ২০১৯ ইং সনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় Tripura Board of Secondary Education (TBSE) and Central Board of Secondary Education (CBSE) বোর্ডের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিষয়ে ৬০ শতাংশ গড় নম্বর পেয়ে ১ম বিভাগে উত্তীর্ন হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে ১৫০০/- টাকা হারে পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং তার সঙ্গে প্রশংশাপত্র দেওয়া হবে।

গ) Tripura Board of Secondary Education কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম থেকে দশম স্থানাধীকারি ছাত্র-ছাত্রীগনকে ২৫০০০/- টাকা তৎসঙ্গে স্বর্ণপদক প্রদান করা হইবে।

২) উক্ত প্রকল্পে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীগণকে জানানো যাইতেছে যে, তাহারা যেন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা গণের নিকট আগামী ০৯/০৭/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্য সহ সাদা কাগজে দরখাস্ত জমা দেয়।

ক) ছাত্র/ছাত্রীর নাম :
খ) পিতার নাম :
গ) বিদ্যালয়ের নাম :
ঘ) স্থায়ী / বর্তমান ঠিকানা :
ঙ) কোন শ্রেণীতে হ ইতে উত্তীর্ণ :
চ) পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের বিবরণ :
১) মোট নম্বর ২) প্রাপ্ত নম্বর ৩) শতকরা হার :
(মার্কশীটের প্রত্যায়িত নকল দিতে হইবে )
ছ) তপশিলী জাতির কোন সম্প্রদায়ভুক্ত :
(প্রমান পত্রের প্রত্যায়িত নকল দিতে হইবে)
জ) ছাত্র/ছাত্রীর বর্তমান ব্যাঙ্ক একাউন্ট এবং সেই ব্যাঙ্কের পুর্ণ বিবরণ
১) ব্যাঙ্কের নাম : ২) ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চের নাম :
৩) ব্যাঙ্ক একাউন্টের ধরন : ৪) ব্যাঙ্ক একাউন্ট নং :
৫) ব্যাঙ্ক আই . এফ. এস. সি নং : ৬) আধার নম্বর :

৩) সমস্ত সরকারি/সরকার অনুমোদিত এস.বি ./হাই /হাইয়ারসেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন উপরে উল্লেখিত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র /ছাত্রীদের দরখাস্ত সহ নামের তালিকা তাহাদের সুপারিশ সহকারে স্ব-স্ব এলাকার মহকুমা শাসক মহোদয়ের নিকট আগামী ২০/০৭/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে প্রেরণ করেন।

৪। সমস্ত মহকুমা শাসক মহোদয়গণ দরখাস্ত সহ ছাত্র ছাত্রীর নামের তালিকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ৩১/০৭/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে তদন্ত ক্রমে প্রেরণ করিবেন । ছাত্র/ছাত্রীদের নামের তালিকার নির্দিষ্ট ফরম পুরনক্রমে soft copy (directorscw@gmail.com) সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে জমা দিতে হইবে।

৫। যে সমস্ত ছাত্র/ ছাত্রীগণ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাদেরকে সরাসরি ব্যাঙ্ক একাউন্টের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

ICA/D-350/2019-20

অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02 / EE-BSLD / PWD / 2019-20, Dated, 12th June, 2019.

| Sl No. | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION | CLASS OF TENDERER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mtc. Of PWD road from Matam Singh Chowmohani to Kanchannagar Retion Shop (L=500 Mtr including extra portion before Suresh Datta house) under Belabar G.P. Ward No. 5 during the year 2019-20 / SH. Patch WBM, Re-carpeting, shoulder clearance etc. with other ancillary works.D.NIT. No. 01/R /13NIe-T/EE-BSLDI PWD/2019-20 | Rs. 9,18,149.00 | Rs. 9,181.00 | 02(Two) Months | Up to 15.00 Hrs on 03-07-2019 | At 16.00 Hrs on 05-07-2019 | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 2. | Maintenance to IC Nagar-Fultali road during the year2019-20 / Ch. 0.90 Km to 1.575 Km upto Kashinagar tryjanction under IC Nagar Gram Panchayet area / SH. Patch WBM, Grouting, Re-carpeting, seal coat etc.D.NIT. No. 02/R /DNIe-T/EE-BSLD/ PWD/2019-20 | Rs. 12,17,152.00 | Rs. 12,172.00 | 02(Two) Months | | | | |
| 3. | Maintenance of PWD road from Pallanpara tryjunction to Ashwsini Market Madhupur PMGSY road connection (Bogamara chowmohani) (L=950.00 Mtr) under I.C. Nagar G.P. during the year 2019-20 / Re-carpeting, pot hole repair etc..D.NIT. No. 031R /DNIe-T/EE-BSLD/ PWD/2019-20. | Rs. 11,42,630.00 | Rs. 11,426.00 | 02(Two) Months | | | | |
| 4. | Maintenance of SDJM Court Complex, Bishalgarh during the year 2019-20 / SH. Repairment of ceiling, GCI sheet, Door, Window & painting of all SDJM Court Complex etc.D.NIT. No. 04/B /DNIe-T/EE-BSLD/ PWD/ 2019-20. | Rs. 23,75,670.00 | Rs. 23757.00 | 02(Two) Months | | | | |

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https:// tripuratenders:gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to bslpwdtender@gmail.com .

**(Er. S. K. Dutta)
Executive Engineer,
Bishalgarh Division, PWD (R&B),
Gakul nagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura**

ICA/C-362/2019-20

যে কোন স্মার্ট ফোনেও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই ভিডিও সহ খবর পড়তে পারবেন সহজে

জাগরণ 18 June, 2019, Tuesday আগরতলা ১৮ জুন, ২০১৯ ইং, ২ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019



## প্রবীন সাংবাদিক মনিশংকর চৌধুরীর জীবনাবসান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** প্রবীন সাংবাদিক মনিশংকর চৌধুরী চলে গেলেন। মাটির মানুষ মিশে গেল মাটিতেই। সাংবাদিকতার পেশা দিয়ে শুরু হয়েছিল কর্মজীবন। পারিবারিক জীবনে অশান্তির জেরে রাস্তার পাশে অস্থায়ী শিব মন্দিরে বট বৃক্ষের নিচেই স্থান হয়েছিল তার। দিনরাত এখানেই কাটাতেন। জীবন শায়াহ্নে শিব ভক্তরাই ছিল তার বন্ধু পরিজন। খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সাতু খেয়ে গত কিছুদিন ধরে জীবন ধারণ করছিলেন। কয়েকদিন ধরে শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। জীর্নশীর্ন হয়ে যায় শরীর। শেষ পর্যন্ত গত রাতে কোন সময় বট বৃক্ষের নিচেই জীবনদীপ নিভে যায় মনি শংকরের। তার মৃত্যুতে সংবাদ মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। আগরতলা প্রেস ক্লাব তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের তরফেও তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

## জগন্নাথ জিউমন্দিরে স্নানযাত্রা উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** জগন্নাথ জিউমন্দিরে সোমবার ধর্মীয়ভাব গম্ভীর পরিবেশে শুরু হয় স্নানযাত্রা উৎসব। প্রাতঃকাল থেকে শুরু হয় অনুষ্টান। মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। হরিনাথ সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মন্দির পরিক্রমা করা হয়। বাল্য ভোগেরতার প্রসাদ বিতরণ করা হয়। চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করা হয়। স্নান যাত্রার মহিমা ব্যাখ্যা করেন। স্নানযাত্রা অনুষ্টানকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বাড়িতে ধর্মপ্রান মানুষের সমাগম ঘটে। দুপুরে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

## লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারে হনুমান পূজা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।।** লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার প্রতিবছরের মতো এবছরও হনুমান পূজার আয়োজন করেছে। টানা প্রায় ৩০ বছর ধরে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ঐতিহ্য বজায় রেখেই হনুমান পুজো করে আসছে। লাল বাহাদুর ক্লাবের ব্যায়ামাগারে যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন তারাই মূলত এই পুজোর উদ্যোক্তা। তবে ক্লাবের অন্যান্যরাও পুজায় সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছেন বলে জানান উদ্যোক্তারা। পুজাকে কেন্দ্র করে লাল বাহাদুর ব্যায়াগামারের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

## পঞ্চায়েত ভোট টিলাবাজারে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ জুন।।** ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছ বিজেপি। উনকোটি জেলার কৈলাসহর মণ্ডলের উদ্যোগে টিলাবাজার স্কুল হলঘরে-ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংসগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি রাজ্যের দুটি আসনেই বিপুল জয় পেয়েছে। তাতে দলীয় নেতা কর্মীদের মনোবল বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সামনে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনও বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষনা না হলেও ইতিমধ্যেই দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বে আগরতলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বনকৌশল স্থির করেছেন। পঞ্চায়েতস্তরে সাংসগঠনিক তৎপরতা বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে উনকোটি জেলার কৈলাসহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে টিলা বাজার স্কুলে এক সাংগঠনিক সভা সংগঠিত করা হয়। সাংগঠনিক সভায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার লোকসভার প্রোমেট স্পিকার হিসেবে শপথ নিলেন ড. বীরেন্দ্র কুমার। ছবি- পিআইবি।

## উদয়পুর প্রেস ক্লাব ও পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুন।।** উদয়পুর প্রেস ক্লাব ও উদয়পুর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সোমবার রাজর্ষী কলাক্ষেত্রে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্টানের আনুষ্টানিক উদ্বোধন করেন কৃষি কল্যান, পর্যটন ও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায়। অনুষ্টানে এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ছয় জন কৃতী ছাত্রছাত্রী ও সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সাংবাদিকরা শুধুমাত্র কলম ও ক্যামেরা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না। সামাজিক দায়িত্ব পালনে নানা সামাজিক কাজকর্মে প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়োজিত করে থাকেন। সোমবার উদয়পুর প্রেস ক্লাব ও উদয়পুর পৌর পরিষদ এধরনেরই এক সামাজিক কাজ কর্মের নজির স্থাপন করল উদয়পুর রাজর্ষী কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদয়পুরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আনুষ্টানিক উদ্বোধন করে কৃষি কল্যান , পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, এ বছর উদয়পুরের ছাত্র ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী তালিকার দশ জনের মধ্যে ছয় জন রয়েছে উদয়পুরের। শিক্ষা গুণগতমান উন্নয়নে বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা শিক্ষাক্ষেত্রকে আরও বলিষ্ট করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী শ্রী সিং রায়। ব্যক্তিগত ভাবেও কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি দিব্যাঙ্গন প্রলয় দে পা দিয়ে লিখে দুটি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ায় তাকেও বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে উদয়পুরের শিক্ষানুরাগী মহল থেকে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ ধরনের প্রয়াস ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়ক হবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, পুরপিতা শীতল মজুমদার, পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অনুপম চৌধুরী, গোমতী জেলা শাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ, জেলা পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডি, জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান পদ্মমোহন জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্টানে স্বাগত ভাষন দেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দিলীপ দত্ত।

## পুব নিগমের ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বাড়িতে বিক্ষোভ মহিলাদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।।** আগরতলা পুরপরিষদ-পুরনিগমে উন্নিত হলেও পুরনিগমের বর্ধিত এলাকার বাসিন্দারা এখনও পর্যন্ত পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন না। তারা নিয়মিত পুর কর মিটিয়ে দিলেও ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারছেন না। পুরনিগমের ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের কাজকর্মে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ওয়ার্ড এলাকার মহিলারা কাউন্সিলারের বাড়িতে সোমবার প্রায় ২ ঘন্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুরনিগমের ২নং ওয়ার্ডে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষের বসবাস। এই এলাকাটি আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত হলেও পুরনিগম থেকে যেসব সুযোগসুবিধা পাওয়ার কথা ওইসব এলাকার জনগণ সেইসব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। ২নং ওয়ার্ডের নারায়ণপুর, উষাবাজার, ছিনাইহানি, বগার্দি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন পুরনিগমের কাজকর্মে ক্ষোভে ফুঁসছেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। সোমবার সকালে সেই ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটে। ওইসব এলাকার মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বাড়িতে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা জানতে চান কেন এই ওয়ার্ড এলাকার বিভিন্ন স্থানে কোনও ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না। তাদের সেই অভিযোগ বারবার খন্ডন করার চেষ্টা করেন কাউন্সিলার। কিন্তু বিক্ষোভকারী মহিলারা ওই মহিলা কাউন্সিলারের কোনও বক্তব্যই শুনতে রাজি হননি। তারা অভিযোগ করেন, কাউন্সিলারকে কখনই ওয়ার্ড অফিসে পাওয়া যায় না নানা প্রয়োজনে ওয়ার্ড অফিসে কাউন্সিলারকে না পেয়ে বিমুখ হয়ে নাগরিকদের ফিরে আসতে হয়। তিনি কেন ওয়ার্ড অফিসে যান না সে বিষয়েও জবাবদিহি চান এলাকাবাসী। ক্ষুব্ধ নাগরিকদের অভিযোগ ওইসব এলাকায় রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। স্ট্রিট লাইট নেই, জল নিষ্কাশনীর ড্রেন তৈরির কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। পরিশ্রুত পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে। এসব বিষয়ে কাউন্সিলার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন, সিসি রোড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুর নাগরিকদের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা নিজ বাড়িতেই প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়েছে কাউন্সিলারকে। অবশ্য তিনি তাদের আশ্বস্ত করেছেন শীঘ্রই জনগণের এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত না হলে বঞ্চিত পুর নাগরিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

## সক্রিয় বিরোধী দলের ভূমিকা অতিব গুরুত্বপূর্ণ, সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশন শুরুর আগে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): লোকসভায় সক্রিয় বিরোধী দলের ভূমিকা অতিব গুরুত্বপূর্ণঊ তাই সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন নেই বিরোধীদেরঊ সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ একইসঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ, 'দেশের স্বার্থে কাজ করার জন্য জনগণ পুনরায় আমাদের সুযোগ দিয়েছেঊ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত সমস্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ। সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১৭ জুন (সোমবার) থেকেঊ চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্তঊ সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'একটি নতুন অধিবেশনের সূচনা হচ্ছে, এই অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশা ও স্বপ্ন আছেঊ স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার, এবারের লোকসভা নির্বাচন সর্বাধিক মহিলা ভোটার ও মহিলা সাংসদদের সাক্ষী থেকেছেঊ' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কয়েক দশক পর, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয়বারের জন্য একটি সরকার জয়ী হয়েছেঊ দেশের স্বার্থে কাজ করার জন্য জনগণ পুনরায় আমাদের সুযোগ দিয়েছেঊ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত সমস্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কাছে আমার বিশেষ অনুরোধঊ' বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সক্রিয় বিরোধী দলের ভূমিকা অতিব গুরুত্বপূর্ণঊ সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই বিরোধীদেরঊ আমি আশা রাখছি, তাঁরাও সক্রিয়ভাবে নিজেদের বক্তব্য রাখবেন এবং সদনের কাজ চালিয়ে যাওয়ায় অংশ নেবেন।

এদিন সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিজেপি-র দলনেতা থাওয়ার চন্দ গেহলট বলেছেন, 'ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীদের দলগুলির প্রতি আমার অনুরোধ, আলোচনার মাধ্যমেই যে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভবঊ সুতরাং, অধিবেশ চলাকালীন, সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা উচিত দলগুলিরঊ' উল্লেখ্য, সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১৭ জুন (সোমবার) থেকেঊ চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্তঊ স্পিকার নির্বাচন করা হবে ১৯ জুনঊ নতুন সরকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে আগামী ৫ জুলাইঊ ১৭ জুন থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে সেই দিন এবং তার পরের দিন, দু'দিন ধরে চলবে লোকসভার নির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।।** তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর এলাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বিএসএফ জওয়ানের। নিজ বাড়িতেই বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় তার। মৃতের নাম রতন সরকার। তিনি আসাম রাইফেলসে কর্মরত। ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন দুদিন পরেই কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ভাত খেয়ে হাত ধুতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন তিনি। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তেলিয়ামুড়া হাসপতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুতে তেলিয়ামুড়ার রাজনগর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব আগামী ১০ জুলাই থেকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** আগামী ১০ জুলাই থেকে রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও মেলা শুরু হচ্ছে। চলবে ১৬ জুলাই পর্যন্ত। খয়েরপুরের চতুর্দশ দেবতামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠেয় এই মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক, পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার জনপ্রতিনিধিগণ ও এলাকার লোকজনদের নিয়ে খয়েরপুরের গীতবিতান হল-এ এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খার্চি উৎসব ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে, অতিরিক্ত জেলাশাসক তপনকুমার দাস ও পুরাতন ছয়ের পাতায় দেখুন

## রাজ্যে ৮১ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ অন্য নেশাদ্রব্য উদ্ধার করল বিএসএফ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।।** রাজ্যে ক্রমাগত নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য মিলেছে। বিএসএফ প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে।

সিপাহিজলা জেলার কলমছড়া থানাধীন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে রবার বাগানে লুকিয়ে রাখা ১৬,২০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, ভারত-বাংলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার পার্শবর্তী রবার বাগানে সাতটি পলিথিনের ব্যাগ মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল পাচারকারীরা। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মাটি খুঁড়ে পলিথিনের ব্যাগে ভরতি নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, সাতটি পলিথিনের ব্যাগে ৮টি পৃথক প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে। তাতে ১৬ হাজার ২০০ ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল। যার বাজার মূল্য ৮১ লক্ষ টাকা। তাছাড়া, ৫৫ বোতল বিয়ার, ৩৪ বোতল বিলেতি মদ এবং ৭ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার হয়েছে। এই তিন ধরনের মাদক দ্রব্যের বাজার মূল্য ১০ হাজার ৭৩৮ টাকা। তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া মাদক দ্রব্যগুলি কলমছড়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সঞ্জীব কুমারের মতে, সাম্প্রতিককালে তৃতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট আজ উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, গত ৬ এপ্রিল সোনামুড়া থানাধীন এনসি নগর বিওপি সংলগ্ন স্থানে ২৮ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল। সেগুলোর বাজার মূল্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া, গত ১৩ মে ফের এনসি নগরেই মহম্মদ মাফুল মিয়াঁর বাড়ি থেকে প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকার ১৭ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল।

তিনি বলেন, সারা ত্রিপুরার মধ্যে সিপাহিজলা জেলার কলমছড়া এবং সোনামুড়া থানা এলাকা মাদব পাচারের উর্বর জমিতে পরিণত হয়েছে। সমস্ত মাদক সামগ্রী ওই এলাকা দিয়েই বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। তবে, বিএসএফ-ও প্রতিনিয়ত কড়া নজরদারি জারি রেখেছে।

## দেওয়ানপাশার স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সঙ্ঘের ব্যতিক্রমী সামাজিক কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ জুন।।** উত্তর জেলার দেওয়ানপাশার স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সঙ্ঘের এক ব্যতিক্রমী সামাজিক কর্মসূচি। এই সংঘটি পূর্বেও নানা সামাজিক মূলক কর্মসূচী হাতে নিলেও এবার একটু ভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে। আজ সকাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সঙ্ঘের সকল সদস্য মিলে দেওয়ানপাশা এলাকার গরীব দুঃস্থদের মধ্যে ৫০ টিরও অধিক মশারি বিতরণ করেন। পুরো দেওয়ানপাশা গ্রাম ঘুরে ঘুরে সমাজসেবী সংঘের সদস্যরা মশারি বিতরণ করেন।আর উনাদের ব্যতিক্রমী সামাজিক কর্মসূচিতে গোটা দেওয়ানপাশা জুড়ে বুদ্ধিজীবী মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।এমনকি গরীব দুঃস্থ মানুষেরা এই বর্ষা মৌসুমে মশারি পেয়ে বেজায় খুশি। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সংঘ আবারো বুঝিয়ে দিল মানুষ মানুষেরই জন্য। দেওয়ানপাড়া স্থিত স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সংঘ প্রায় আড়াই বছর অতিক্রান্ত।এই সমাজসেবী সঙ্গে মোট ৬০ জন সদস্য রয়েছেন। উনারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে আজকের এই মশারি বিতরণ করেন।এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সংঘের সদস্য মুকুল চক্রবর্তী জানান, স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সংঘটি সর্বদাই মানুষের জন্য কাজ করে আসছে।আর সর্বদা উনারা সংঘের সকল সদস্যরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি করে আসছেন। বিশেষ করে এই সংঘের একটি ব্লাড ডোনেশন গ্রুপ রয়েছে।সেই ব্লাড ডোনেশন গ্রুপটি রাজ্যের ধর্মনগর, আগরতলা ও বহি রাজ্য শিলচরে রয়েছে।উনারা মুমূর্ষু রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত দিয়ে থাকেন।পাশাপাশি শীতের মরসুমে উনারা গরীব দুঃস্থদের কম্বল বিতরন এবং দুর্গোৎসবে গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন।এবার বর্ষার মৌসুমে উনার এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস হাতে নিয়েছেন। উনি আরো বলেন এই বর্ষা মৌসুমে উত্তর জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।সেই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে হলে একমাত্র মশারির ধারাই সম্ভব।এমনকি উত্তর জেলায় সকল স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের জন্য।স্বাস্থ্য দপ্তর হাই এলার্টে রয়েছে। সেই সকল বিষয় চিন্তা করে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সংঘ গরিব দুস্থদের হাতে মশারি বিতরণের প্রয়াস হাতে নিয়েছে।যাতে করে কোন গরীব দুঃস্থরা মশারির অভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতে না হয়। সংঘের সদস্য মুকুল চক্রবর্তী আরো জানান আগামী দিনেও দেওয়ান পোষা স্থিত স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক সংঘ নানান সামাজিক মূলক কর্মসূচি হাতে নেবে। আজকের মশারি বিতরণে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ সেবী সংঘের সভাপতি সমিরন দেবনাথ,সম্পাদক নেহারেন্দু দেবনাথ,মুকুল চক্রবর্তী ও সংঘের সকল সদস্যরা।

## কৃর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দলে যোগদান সভার হিড়িক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ জুন।।** আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কৃর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দলে যোগদান সভার হিড়িক পড়েছে। প্রতিদিন ৫৪ কদমতলা কৃর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের কোথাও না কোথাও বিজেপি দলে সমর্থন করছেন স্থানীয় জনগণ। বিশেষ করে সিপিআই এম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। তাছাড়া কংগ্রেস ও আইপিএফটি দল ত্যাগ করেও বিজেপি দলে সামিল হচ্ছেন।আজও ৫৪ কদমতলা কৃর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের পিয়ারিছড়া, বজেন্দ্র নগর ও কৃর্তি এলাকায় বিজেপি দলের সমর্থনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই সমর্থনী সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক কাজল দাস, উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি সুব্রত দেব, কদমতলা মন্ডলের মন্ডল প্রভারি পীযূষ কান্তি নাথ প্রমুখরা। বিকেল তিনটা থেকে শুরু হয় দলের যোগদান সভা। প্রথমে কৃর্তি এলাকার সিপিআইএম দলের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের বাড়ির পাশে বিজেপি দলের সমর্থনী সভায় ৯৬ জন ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হন। বিজেপি দলের দলীয় পতাকা দিয়ে উনাদেরকে দলে বরণ করে নেন উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি সুব্রত দেব ও মন্ডল প্রভারি পীযূষ কান্তি নাথ। তারপর সন্ধ্যা বেলায় পিয়ারীছড়া ও বজেন্দ্র নগর এলাকায় পৃথক পৃথক দুটি সমর্থনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক পৃথক দুটি সমর্থনী সভায় ২৭২ জন ভোটার স্বেচ্ছায় সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হন।উনাদেরকে দলে বরণ করে নেন ছয়ের পাতায় দেখুন

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।